Contents

দ্বাদশ বর্ষ

দশম সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

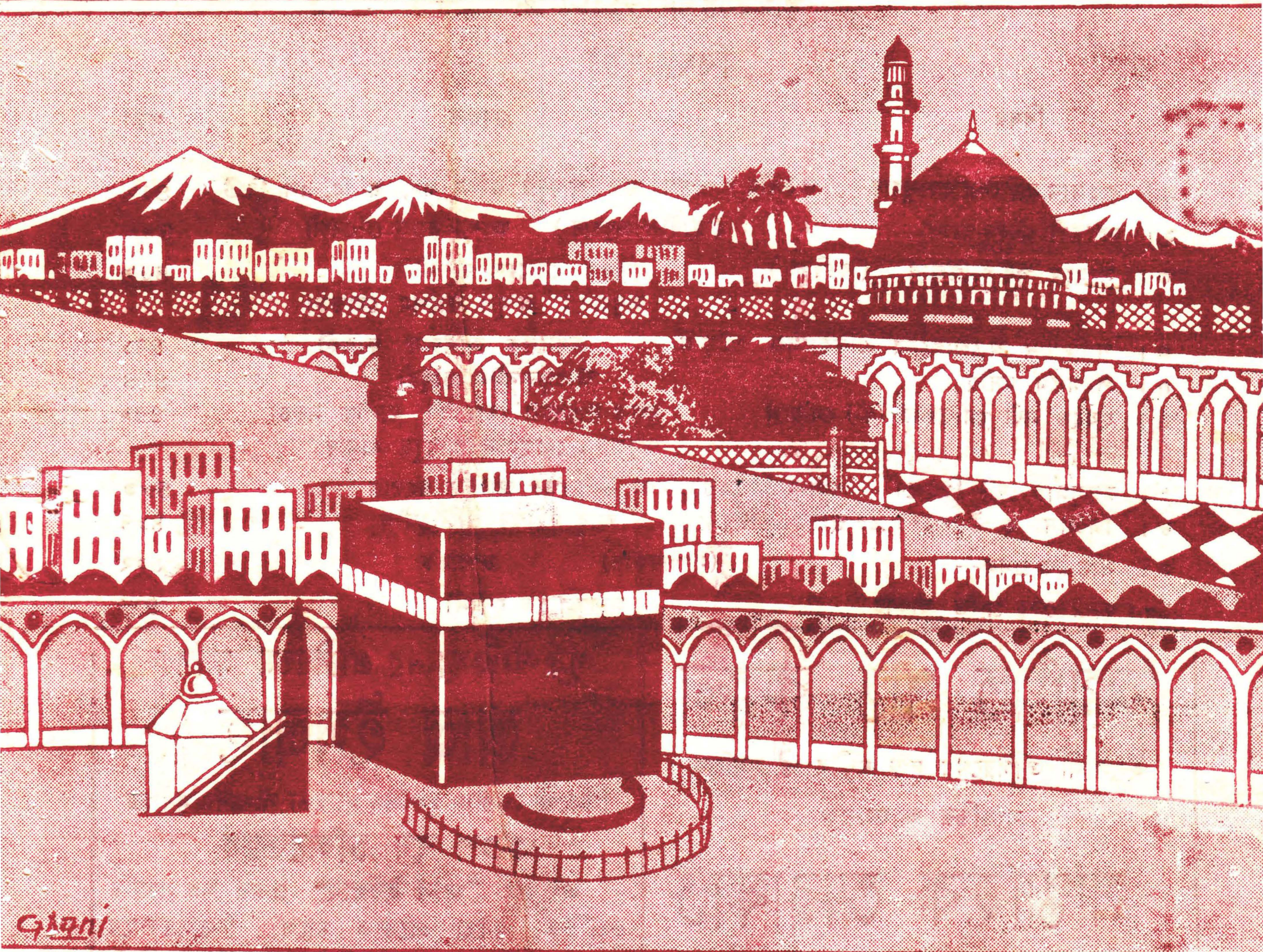

সম্পাদক

শাইখ আবদুর রহীম এম এ, বি এল, বি-টি

...ই
...বার মূল্য
৫০ পয়সা

বার্ষিক
মূল্য সডাক
৬°৫০

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুল-হাদীস

(মাসিক)

দ্বাদশ বর্ষ—দশম সংখ্যা

কার্তিক—১৩৭২ বাং　　　　অক্টোবর-নভেম্বর—১৯৬৫ ইং

জামাদিউস্ সানী—১৩৮৫ হিঃ

বিষয়-সূচী

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	কুরআন মজীদের বঙ্গানুবাদ (তফসীর)	শেখ মোঃ আবদুর রহীম এম, এ, বি, এল, বি টি	৪৫১
২।	মুহাম্মদী জীবন-ব্যবস্থা (হাদীস-অনুবাদ)	আবু য়ুসুফ দেওবন্দী	৪৬০
৩।	সালাম পূর্ব পাকিস্তান (কবিতা)	মূল: সোরেশ কাশমীরী অনুবাদ: আবুল কাশেম মোস্তফা	৪৬৯
৪।	পাকিস্তান আন্দোলনের ঐতিহাসিক পটভূমি	অধ্যাপক আশরাফ ফারূকী	৪৭১
৫।	পয়গামে মসীহ	আবদুন্ নঈম চৌধুরী	৪৭৪
৬।	হযরত নবী মোস্তফার (দঃ) মে'রাজ	মূল: মওলানা মোহাম্মদ হানীফ নদভী অনুবাদ: মোহাম্মদ আবদুছ ছামাদ	৪৭৯
৭।	রসূলুল্লার (দঃ) জিহাদে গুপ্ত-বার্তাবহের ভূমিকা	মোহাম্মদ আবদুর রহমান	৪৮৩
৮।	জিজ্ঞাসা ও উত্তর (ফজরের সুন্নতের মসআলা)	আবু মুহাম্মদ আলীমুদ্দীন	৪৮৭
৯।	সাময়িক প্রসঙ্গ— (সম্পাদকীয়)	সম্পাদক	৪৯২
১০।	জমঈয়তের প্রাপ্তি স্বীকার	আবদুল হক হক্কানী	৪৯৫

নিয়মিত পাঠ করুন

ইসলামী জাগরণের দৃপ্ত নকীব ও মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

সাপ্তাহিক আরাফাত

৯ম বর্ষ চলিতেছে

সম্পাদক: মোহাম্মদ আবদুর রহমান

বার্ষিক চাঁদা: ৬.৫০ ষান্মাষিক: ৩.৫০

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ম্যানেজার: সাপ্তাহিক আরাফাত, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

পূর্ব পাকিস্তানের প্রাচীনতম মাসিক

আল ইসলাহ

সিলহেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের মুখপত্র

৩৩শ বর্ষ চলিতেছে

এই বর্ষে "আল ইসলাহ" সুন্দর অঙ্গ সজ্জায় শোভিত হইয়া প্রত্যেক মাসে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছে। নিয়মিত গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা ছাড়াও ইহাতে আছে শ্রেষ্ঠ লেখক লেখিকাদের মননশীল রচনা সমূহ।

বার্ষিক চাঁদা সাধারণ ডাকে ৬৲ টাকা, ষান্মাসিক ৩৲ টাকা, রেজিষ্টারী ডাকে ৮৲ টাকা, ষান্মাসিক ৪৲ টাকা।

ম্যানেজার—আল ইসলাহ
জিন্নাহ হল, দরগা মহল্লাহ, সিলহেট।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুলহাদীস

(মাসিক)

আহলেহাদীছ আন্দোলনের মুখপত্র

কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

প্রকাশ মহল ঃ ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

দ্বাদশ বর্ষ	কার্তিক, ১৩৭২ বংগাব্দ ; জমাদিউস্‌সানি, ১৩৮৫ হিঃ অক্টোবর-নভেম্বর, ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দ ;	দশম সংখ্যা

بسم الله الرحمن الرحيم

تفسير القران العظيم

কুরআন-মজীদের ভাষ্য

'আম পারার তফসীর

সূরা আত্-তারিক

শাইখ আবদুর রহীম এম-এ, বি-এল বি-টি, ফারিগ-দেওবন্দ

سُوْرَةُ الطَّارِق

এই সূরার প্রথম আয়াতে الطارق শব্দটি আছে বলিয়া এই সূরার নাম 'আত্-তারিক' হইয়াছে।

এই সূরার প্রধান বক্তব্য বিষয় তিনটি ঃ

(এক) আসমান-যমীন, গ্রহ নক্ষত্র, জীবজন্তু প্রভৃতি কুল মখলুকাতের একজন রক্ষক আছেন।

www.ahlehadeethbd.org

তিনি হইতেছেন আল্লাহ।

(দুই) কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী এবং কিয়ামতে মানুষের পুনর্জীবন-লাভ অবধারিত।

(তিন) কুরআন যাহা বলে, খাঁটি কথাই বলে।

بسم الله الرحمن الرحيم

অসীম দয়াবান অত্যন্ত দাতার নামে।

١ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ •

১। কসম আসমানের ও 'তারিকের'।

٢ وَمَا أَدْرٰكَ مَا الطَّارِقُ •

২। আর 'তারিক' কী তাহা আপনি কি জানিতে পারিয়াছেন?

٣ النَّجْمُ الثَّاقِبُ •

৩। অন্ধকারভেদী উজ্জ্বল নক্ষত্র।

٤ اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ •

৪। ইহা নিশ্চিত যে, প্রত্যেক মানুষেরই একজন রক্ষাকারী আছেন।১

٥ فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ •

৫। অতএব মানুষকে কোন্ বস্তু হইতে পয়দা করা হইয়াছে উহা তাহার লক্ষ্য রাখা উচিত।

٦ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ •

৬। তাহাকে পয়দা করা হইয়াছে সবেগে পতিত ঐ পানি হইতে

১। 'প্রত্যেক মানুষেরই একজন রক্ষাকারী আছেন'—এই বাক্যটি হইতেছে কসমের প্রতিপাদ্য বিষয়। কাজেই কসমটির তাৎপর্য দাঁড়ায় এই—

আসমান ও নক্ষত্রের অবস্থান এবং তাহাদের বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহণের প্রতি লক্ষ্য করিলে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আসমান ও নক্ষত্রের যেমন একজন রক্ষাকারী-নিয়ন্ত্রণকারী রহিয়াছেন, সেইরূপ প্রত্যেক মানুষের অস্তিত্ব ও তাহার বিভিন্নরূপ পরিগ্রহণের প্রতি লক্ষ্য করিলে সন্দেহাতীতরূপে বুঝা যায় যে, প্রত্যেক মানুষেরও একজন রক্ষাকারী—নিয়ন্ত্রণকারী রহিয়াছেন। তাই পরবর্তী চারিটি আয়াতে মানুষকে তাহার জন্মের মূলের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে নির্দেশ দিয়া জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, ঐ রক্ষাকারী-নিয়ন্ত্রণকারীই উক্ত পানিকে রক্ষা করিয়া ও নিয়ন্ত্রিত করিয়া বিভিন্নরূপে পরিবর্তিত করিতে করিতে তাহাকে মানুষ রূপে প্রকাশ করিয়াছেন এবং রূপ পরিবর্তন করিতে করিতে তাহাকে মৃত করিবেন। আবার বিভিন্ন রূপ পরিবর্তনের ভিতর দিয়া তাহাকে পুনরায় জীবিত করিবেন। ঐ রক্ষাকারী-নিয়ন্ত্রণকারী হইতেছেন আল্লাহ।

www.ahlehadeethbd.org

৭ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ •

৭। —যাহা মেরুদণ্ড ও বক্ষস্থলের মধ্যবর্তী স্থান হইতে বাহির হইয়া আসে।২

৮ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ •

৮। ইহা নিশ্চিত যে, আল্লাহ তাহাকে [জীবিত করিয়া] ফিরাইয়া আনিতে অবশ্যই ক্ষমতাবান

৯ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ •

৯। —সেই দিনে, যে দিনে অপ্রকাশ্য ব্যাপারগুলি পরীক্ষা করা হইবে ;৩

১০ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ •

১০। যে দিনে তাহার না থাকিবে কোন শক্তি আর না থাকিবে কোন সহায়।

১১ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ •

১১। কসম পুনঃ পুনঃ আগমনকারী মেঘ-মালা মণ্ডিত আসমানের,

১২ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ •

১২। ও বিদারণযুক্ত ভূতলের,

১৩ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ •

১৩। ইহা নিশ্চিত যে, কুরআন স্পষ্ট মীমাংসা দানকারী বাণী—

১৪ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ •

১৪। আর উহা অর্থহীন বাজে কথা নয়।৪

২। এখানে শুক্রকে মানুষের জন্মের মূল উপকরণ হিসাবে উল্লেখ কয়া হইয়াছে। এই শুক্র মানুষের মস্তিষ্কে ও অপরাপর যাবতীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রস্তুত হইয়া পুরুষের মেরুদণ্ডের স্নায়ু বিশেষে এবং স্ত্রীলোকের বক্ষে কতিপয় স্নায়ুতে সঞ্চিত হয় বলিয়া এখানে এইরূপ বলা হইয়াছে।

৩। নামায, রোযা, উযূ, নাপাকীর গোসল ইত্যাদি ব্যাপারগুলি দুন্‌য়াতে অনেক সময়ে অপ্রকাশ্য থাকে। নামায না পড়িয়াই কেহ বলিতে পারে, আমি নামায পড়িয়াছি। নাপাকীর গোসল না করিয়া, অথবা বিনা উযূতে কেহ নামায পড়িতে পারে। এই ধরণের ব্যাপারগুলি কিয়ামত দিবসে পরীক্ষা করতঃ উহার সত্যাসত্য উদ্ঘাটিত করা হইবে।

৪। কসমটির তাৎপর্য এই—মেঘমালা মণ্ডিত

Contents

١٥ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا •

১৫। ইহা নিশ্চিত যে, কাফিরেরা যথাসাধ্য ফন্দী-ফিকির করিতেছে ;

١٦ وَأَكِيدُ كَيْدًا •

১৬। আর আমি উহার পূর্ণ প্রতিবিধান করিয়া চলিয়াছি।

١٧ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا •

১৭। অতএব আপনি কাফিরদের চিন্তা ছাড়িয়া দিন—তাহাদিগকে যথাসাধ্য উপেক্ষা করিয়া চলুন।৫

আসমান ও বিদারণযুক্ত ভূতলের অস্তিত্ব যেমন বাস্তব ও স্পষ্ট সেইরূপ কুরআন মজীদে বিবৃত বিষয়গুলোও বাস্তব ও স্পষ্ট। আসমান ও যমীনের বাস্তবতা ও যথার্থতা যেমন অস্বীকার করা যায় না, সেইরূপ কুরআন মজীদের স্পষ্ট মীমাংসার যথার্থতা অস্বীকার করা যাইতে পারে না

৫। কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার হুকম নাযিল হয় হযরতের মদীনায় হিজরতের কিছুকাল পরে ; আর এই সূরাটি নাযিল হয় হিজরতের পূর্বে রসূলুল্লাহ সঃ-র মক্কায় অবস্থানকালে। তাই এই সূরাতে কাফিরদের অন্যায় আচরণ সহ্য করার নির্দেশ পাওয়া যায়।

سُورَةُ الْأَعْلَى

সূরা 'আল্-আ'লা'

এই সূরার প্রথম আয়াতে **الاعلى** শব্দটি আছে বলিয়া এই সূরার নাম 'আল্-আ'লা' হইয়াছে।

এই সূরার প্রধান বক্তব্য বিষয় হইতেছে,

আল্লাই সকলের রব্ব, সৃষ্টিকর্তা ও রক্ষাকর্তা। তিনিই মানুষকে পয়দা করেন ও মৃত্যু দেন এবং তিনিই তাহাকে পুনর্জীবিত করিয়া তাহার কর্মাকর্মের জন্য তাহাকে পুরস্কৃত করিবেন অথবা শাস্তি দিবেন।

بسم الله الرحمن الرحيم

অসীম দয়াবান অত্যন্ত দাতার নামে।

١ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى •

১ [হে রাসূল,] আপনার মহত্তম রব্বের নামের পবিত্রতা ঘোষণা করুন,১

১। আয়াতে উল্লিখিত **اسم** শব্দটিকে অতিরিক্ত ধরিয়া আয়াতটির অপর তরজমা করা হয়—"[হে রসূল,] আপনার **মহত্তম রব্বের** পবিত্রতা ঘোষণা করুন।" এই প্রকার তরজমা যাহারা করেন তাঁহারা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

২ الَّذِىْ خَلَقَ فَسَوّٰى •

২। যে রব্ব পয়দা করিয়াছেন, অনন্তর পরিপাটী করিয়াছেন ;২

বলেন যে, রব্বের পবিত্রতা ঘোষণা কবিবার জন্য নির্দেশ দেওয়াই হইতেছে আয়াতটির মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু রব্বের পবিত্রতা ঘোষণা করিতে হইলে তাঁহার নাম উল্লেখ করা অপরিহার্য হইয়া উঠে বলিয়া اسم শব্দটি যুক্ত করা হইয়াছে।

যাহা হউক এই দুই প্রকার তরজমার পরিপ্রেক্ষিতে ইহাই সাব্যস্ত হয় যে, আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতাও ঘোষণা করিতে হইবে এবং তাঁহার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত নামগুলিরও পবিত্রতা রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে।

(ক) আল্লাহ তা'আলার নামগুলির পবিত্রতা রক্ষার তাৎপর্য—

(এক) আল্লাহ তা'আলার জন্য যে নামগুলি প্রয়োগ করা হয় সেই নামগুলি অপর কাহারও জন্য প্রয়োগ করা চলিবে না। যথা, আল্লাহ ছাড়া অপর কাহাকেও আল্লাহ, রহমান, রাব্বুল-'আলামীন, রিয্‌ক দাত; সন্তান-দাতা, আরোগ্যকারী ইত্যাদি বলা চলিবে না।

(দুই) আল্লাহ তা'আলার জন্য যে নামগুলি প্রয়োগ করা হয় তাহার কোনটির একাধিক তাৎপর্য সম্ভবপর হইলে যে তাৎপর্যটি আল্লাহ তা'আলার পক্ষে অশোভন ও অসঙ্গত সেই তাৎপর্যটি গ্রহণ করা চলিবে না। যথা الاعلى র অর্থ উচ্চতম এবং ইহার তাৎপর্য 'স্থান হিসাবে উচ্চতম' ও 'মর্যাদায় উচ্চতম' উভয়ই হইতে পারে। প্রথম তাৎপর্যটি আল্লাহ তা'আলার পক্ষে অসম্ভব কারণ উহাতে সীমাবদ্ধতা বুঝায়। কাজেই প্রথম তাৎপর্যটি পরিত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় তাৎপর্যটি গ্রহণ করিতে হইবে।

(তিন) আল্লাহ তা'আলা যে নামগুলি ধরিয়া নিজেকে ডাকিতে নির্দেশ দিয়াছেন কেবলমাত্র সেই নামগুলি ধরিয়া আল্লাহ তা'আলাকে ডাকিতে হইবে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার যে নিরানব্বইটি নামের উল্লেখ হাদীসে পাওয়া যায় কেবলমাত্র সেই নামগুলি যোগে আল্লাহ তা'আলাকে সম্বোধন করিতে হইবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا

"আর আল্লার সুন্দর সুন্দর নাম রহিয়াছে। অতএব তোমরা তাঁহাকে ঐ নামগুলি যোগে ডাক।" —আল্-আরাফ্, ১৮০।

(চারি) শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে আল্লাহ তা'আলার নাম উল্লেখ করিতে হইবে' আল্লাহ তা'আলার নামোল্লেখ কালে উপেক্ষা ঔদাসীন্যের ভাব থাকিবে না।

(খ) আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা ঘোষণার তাৎপর্য—

(এক) যে ধরণের উক্তি দ্বারা আল্লাহ তা'আলার সত্তার মর্যাদা ক্ষুন্ন হইতে পারে সেই প্রকার কোনও উক্তি করা চলিবে না। যথা, আল্লাহ তা'আলাকে শরীরী বলা অথবা তাঁহাকে কোন শরীরীর সহিত বিদ্যমান বলা চলিবে না। অর্থাৎ বলিতে হইবে যে, আল্লাহ তা'আলার কোন অবতার নাই।

(দুই) যে ধরণের উক্তি দ্বারা আল্লাহ তা'আলার কোন গুণের মর্যাদা ক্ষুন্ন হইতে পারে সেই ধরণের কোন উক্তি করা চলিবে না। যথা, আল্লাহ তা'আলাকে কোন স্থানে সীমাবদ্ধ বলা অথবা তাঁহার জ্ঞান, ইচ্ছা, ক্ষমতা প্রভৃতি গুণগুলিকে সীমাবদ্ধ বলা চলিবে না।

(তিন) আল্লাহ তা'আলার কার্যাবলী সম্পর্কে এমন সব উক্তি করিতে হইবে যাহাতে তাঁহার পূর্ণ স্বাধীনতা প্রকাশ পায়।

(চারি) আল্লাহ তা'আলার আদেশগুলি সম্পর্কে এমন সব উক্তি করিতে হইবে যাহাতে বুঝা যায় যে, বান্দা ঐ আদেশগুলি পালন করিলে আল্লাহ তা'আলার কোন লাভও হয় না এবং বান্দা ঐ আদেশগুলি পালন না করিলে আল্লাহ তা'আলার কোন ক্ষতিও হয় না।

আয়াতটির তৃতীয় অর্থ করা হয়—

"[হে রাসূল,] আপনার মহত্তম রব্বের নাম লইয়া নামায পড়ুন।"

২। আল্লাহ তা'আলা কী পয়দা করিয়াছেন ও পরিপাটী করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ আয়াতে না থাকায়

www.ahlehadeethbd.org

Contents

٣ وَالَّذِی قَدَّرَ فَهَدٰی

৩। যিনি নির্ধারিত করিয়াছেন; অনন্তর চালিত করিয়াছেন ;৩

٤ وَالَّذِی اَخْرَجَ الْمَرْعٰی •

৪। যিনি চারণ-উদ্ভিজ্জ বাহির করিয়াছেন,

٥ فَجَعَلَهٗ غُثَاءً اَحْوٰی •

৫। অনন্তর উহাকে বিবর্ণ আবর্জনায় পরিণত করিয়াছেন।

٦ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰی •

৬। শীঘ্রই আমি আপনাকে এমনভাবে পড়াইব যে, আপনি ভুলিবেন না।

٧ اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ اِنَّهٗ يَعْلَمُ

৭। আল্লাহ যাহা ইচ্ছা করেন তাহা বাদে।৪ ইহা নিশ্চিত যে, তিনি উচ্চ স্বরও

তফসীরকারগণ ইহার তিন প্রকার তাৎপর্য বর্ণনা করেন।

(এক) তিনি মানুষকে পরিপাটী ও সুন্দর আকার দিয়া পয়দা করিয়াছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আমি মানুষকে নিশ্চয় সুন্দরতম আকৃতি-প্রকৃতি দিয়া পয়দা করিয়াছি।"—আত্‌তীন ৪।

(দুই) তিনি যাবতীয় প্রাণীকে তাহাদের উপযোগী আকৃতি-প্রকৃতি দিয়া সুষ্ঠুভাবে পয়দা করিয়াছেন।

(তিন) তিনি কুল মখলুকাতকে সুচারুরূপে পয়দা করিয়াছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তিনি প্রত্যেক বস্তুকে সুন্দর করিয়া পয়দা করিয়াছেন।"—সাজ্‌দা, ৭।

৩। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তফসীরকারগণ বলেন

(ক) আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানুষের ভাগ্য নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন এবং তিনি প্রত্যেক মানুষকে তাহার ঐ নির্ধারিত ভাগ্যের দিকে চালিত করেন। যাহার ভাগ্যে যে রিযক তিনি নির্ধারিত করিয়াছেন তাহাকে তিনি ঐ রিযক আহরণের দিকে চালিত করেন। আবার যাহার ভাগ্যে জান্নাত নির্ধারিত করিয়াছেন তাহাকে জান্নাতে যাইবার উপযোগী কার্যের দিকে চালিত করেন এবং যাহার ভাগ্যে জাহান্নাম নির্ধারিত করিয়াছেন তাহাকে জাহান্নামে যাইবার উপযোগী কাজ করিতে বাধা দেন না।

(খ) প্রত্যেক জীবজন্তুর জন্য তাহার প্রয়োজনীয় খাদ্যাদি নির্ধারিত করিয়াছেন এবং প্রত্যেক জীবজন্তু যাহাতে উহা আহরণ করিতে পারে তাহার জন্য প্রত্যেক জীবজন্তুর মধ্যে প্রয়োজনীয় সহজাত প্রবৃত্তি দিয়াছেন।

(গ) কুল মখলুকাতের স্থিতিকাল নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন এবং প্রত্যেক মখলুককে তাহার সেই নির্ধারিত কাল পর্যন্ত পৌঁছিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

৪। তফসীরকারগণ ইহার বিভিন্ন তাৎপর্য বর্ণনা করিয়াছেন। এক দল তফসীরকার বলেন,

(এক) আল্লাহ তা'আলা যাহা ভুলাইবার ইচ্ছা করিবেন তাহা তিনি একেবারে ভুলাইয়া দিয়া উহার স্থলে অন্য আয়াত নাযিল করিবেন। প্রমাণে তাঁহারা আল্লাহ তা'আলার এই কালাম পেশ করেন—

"আমি যখনই কোন আয়াত 'নাস্‌খ' করি অথবা উহা ভুলাইয়া দিই তখনই আমি তদপেক্ষা অধিক মঙ্গলজনক অথবা তদনুরূপ আয়াত আনয়ন করি।"— আল-বাকারা, ১০৬।

দ্বিতীয় দল বলেন,

(দুই) আল্লাহ তা'আলা সাধারণতঃ কিছুই ভুলাইবেন না। তবে তিনি যদি একান্ত ভুলাইবেন তাহা হইলে কেবলমাত্র মুস্‌তাহাব জ্ঞাপক বা নামেই ভুলাইবেন।

www.ahlehadeethbd.org

الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى •

জানিতে পারেন এবং [মানুষ হইতে] যাহা গোপন থাকে তাহাও জানিতে পারেন।৫

٨ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى •

৮। আর আমি আপনাকে আয়াসহীন পন্থা গ্রহণের তাওফীক দিব।৬

٩ فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى •

৯। অতএব আপনি উপদেশ দিতে থাকুন—উপদেশ যদি উপকারী হয়!৭

তৃতীয় দল বলেন যে, এই আয়াত নাযিল হওয়ার পরে রসূলুল্লাহ সঃ কুরআন মজীদের কোনও অংশ চিরতরে ভুলেন নাই বলিয়া ঐ দুই তাৎপর্য অচল। এই আয়াত নাযিল হওয়ার পরে রসূলুল্লাহ সঃ কোন কোন আয়াত সাময়িকভাবে ভুলিয়াছিলেন বলিয়া সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত হাদীস হইতে জানা যায়। **কাজেই আয়াতটির সঙ্গত তাৎপর্যগুলি এই,—**

(এক) আল্লাহ তা'আলা কিছুই ভুলাইবেন না। আর তিনি যদি একান্তই কিছু ভুলান তাহা হইলে উহা স্মরণ করাইবার ব্যবস্থাও তিনিই করিবেন।

(দুই) কেবলমাত্র আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার প্রাধান্য জ্ঞাপনের জন্যই এই অংশটি যুক্ত করা হইয়াছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যদি ভুলাইবার ইচ্ছা করেন তাহা হইলে রসূলুল্লাহ সঃ নিশ্চয় ভুলিবেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যেহেতু ভুলাইবার ইচ্ছা করিবেন না কাজেই রসূলুল্লাহ সঃও ভুলিবেন না।

(তিন) এই আয়াতটি নাযিল হইবার পূর্বে কুরআনের যাহা কিছু নাযিল হইয়াছিল তাহার প্রতি এই অংশটি প্রযোজ্য। অর্থাৎ পূর্বে যদি কিছু ভুলান হইয়া থাকে থাকুক; কিন্তু এখন হইতে রসূলুল্লাহ সঃ কিছুই ভুলিবেন না।

(চারি) রসূলুল্লাহ সঃ-র কুরআন ভুলিবার সহিত একটি শর্ত লাগানো হইয়াছে। শর্তটি হইতেছে "আল্লাহ তা'আলার ভুলাইবার ইচ্ছা।" তারপর এই যে, কোন ব্যাপার কোন শর্তসাপেক্ষ বলিয়া [বর্ণ]না করা হইলে ঐ শর্তটি 'ঘটা' এবং 'না ঘটা' উভয়ই সমভাবে সম্ভব। এই নিয়ম এই শর্তটির উপরেও প্রযোজ্য হইবে। কাজেই নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, কুরআন ভুলাইবার এই শর্তটি অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার ঐ প্রকার ইচ্ছা হয় নাই বলিয়া রসূলুল্লাহ সঃ কিছুই ভুলেন নাই।

(পাঁচ) মুমিন মুসলিমকে তাহার ভবিষ্যতে করণীয় কার্য সম্পর্কে 'ইন্‌শা-আল্লাহ' ব্যবহার করিতে শিক্ষা দেওয়ার জন্য এই বাক্যাংশটি যুক্ত করা হইয়াছে।

৫। ইহার দুই প্রকার তাৎপর্য হইতে পারে।

(এক) অহ্‌ঈ নাযিল হওয়াকালে রসূলুল্লাহ সঃ-র উচ্চ স্বরে পাঠ এবং তাঁহার অন্তরে কুরআন বিস্মৃত হওয়ার আশঙ্কা উভয়ই আল্লাহ তা'আলা সমভাবে জানেন।

(দুই) কুল মখ্‌লুকাতের যাবতীয় প্রকাশ্য ও গুপ্ত বিষয় আল্লাহ তা'আলা সমভাবে জানেন। তাঁহার পক্ষে সবই প্রকাশ্য—কিছুই গুপ্ত নহে

৬। অর্থাৎ আমি আপনাকে এমন পন্থায় চালিত করিব যে পন্থা আপনাকে স্বাচ্ছন্দ্যে পৌঁছাইবে। তারপর আয়াতটির দুই প্রকার তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়।

(এক) রসূলুল্লাহ সঃ-র পক্ষে কুরআন মুখস্থ রাখা আল্লাহ তা'আলা সহজ করিয়া দিবেন।

(দুই) যে সকল আমল করিলে জান্নাতে দাখিল হওয়া যায় সেই আমলগুলি আল্লাহ তা'আলা রসূলুল্লাহ সঃ-র পক্ষে সহজসাধ্য করিবেন।

৭। আয়াতটির একাধিক তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়। যথা,

www.ahlehadeethbd.org

١٠ سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى •

১০। যে ব্যক্তি ভয় রাখে সে তো শীঘ্রই উপদেশ গ্রহণ করিবে।

١١ وَيَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقَى •

১১। আর চরম হতভাগা উহা হইতে সরিয়া থাকিবে,

١٢ الَّذِىْ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرٰى •

১২। সে [আখিরাতে] বৃহত্তম আগুনে প্রবেশ করিবে।

١٣ ثُمَّ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى •

১৩। তারপর সেখানে সে না মরিবে আর না বাঁচিয়া থাকিবে।৮

١٤ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى •

১৪। ঐ ব্যক্তি নিশ্চয় সফলকাম হইল যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ হইল,

(এক) যে ক্ষেত্রে উপদেশ দানে ফল লাভের সম্ভাবনা থাকে সেই ক্ষেত্রে উপদেশ দিতে থাকুন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যে ব্যক্তি আমার শাস্তি বাণীকে ভয় করে তাহাকে কুরআন যোগে উপদেশ দিন" —কাফ, ৪৫।

(দুই) উপদেশ দানে ফল লাভ হউক আর নাই হউক আপনি উপদেশ দিতে থাকুন।

এই তাৎপর্য গ্রহণ করিতে গিয়া 'আর নাই হউক' উহ্য ধরিতে হয়। এই ধরনের উহ্য থাকার একাধিক নযীর কুরআন মজীদে পাওয়া যায়।

যথা, ভাল-মন্দ উভয়ই দিবার মালিক আল্লাহ, কিন্তু আমাদিগকে বলিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে بيدك الخير 'তোমারই হাতে মঙ্গল'। তারপর পোষাক পরিচ্ছদ গরম ও শীত উভয়ই হইতে রক্ষা করে। কিন্তু আয়াতে শীতের উল্লেখ নাই। বলা হইয়াছে سرابيل تقيكم الحر "তোমাদিগকে গরম হইতে রক্ষা করে।"—

ان শব্দটির মূল অর্থ 'যদি' কাজেই فذكر ان نفعت الذكرى-র অনুবাদ "যদি উপদেশে উপকার হয় তবে উপদেশ দান করুন" ইহা সূরা কাফের ৪৫ আয়াতেরই অনুরূপ এবং ইহা পরবর্তী আয়াতটির সহিত বেশ খাপও খায়। দ্বিতীয় তাৎপর্যটিও ان র 'যদি' অর্থ ধরিয়া করা হইয়াছে। এই দুই প্রকার তাৎপর্য সহ পাঁচ প্রকার তাৎপর্য তফসীর কবীরে বর্ণনা করা হইয়াছে এই ان র অর্থ যদি' ধরিয়া। কিন্তু আধুনিক একটি বাংলা তাফসীরে দাবী করা হইতেছে যে, এখানে ان এর 'যদি' অর্থটি অচল। কারণ তাহাতে নাকি পরবর্তী আয়াতের সঙ্গে খাপ খাওয়ান যায় না। মজার ব্যাপার এই যে, ঐ তফসীরকার সাহেব আয়াতটির অনুবাদ করিতে গিয়া ان শব্দটির 'নাই' অর্থ গ্রহণ করিয়া কোন কূল-কিনারা করিতে অক্ষম হইয়া 'যদিও' শব্দের শরণাপন্ন হইয়াছেন। তিনি আয়াতটির তরজমা করিয়াছেন, "—(যদিও) উপদেশে বিশেষ উপকার হয় নাই।" তাঁহার এই অনুবাদই তাঁহার দাবীর অসারতা প্রমাণিত করে। তাফসীরকার সাহেব ان এর অনুবাদ করিতে গিয়া অনুবাদ করিয়াছেন وان لم এর—অর্থাৎ একটি لم ও واو শব্দ বাড়াইয়া ফেলিয়াছেন। আল্লাহ তা'আলা نفس بالرای হইতে আমাদের রক্ষা করুন! আমীন! ...নামই

৮। অর্থাৎ তাহারা কণ্ঠাগত-প্রাণ থাকিবে এবং চরম কষ্ট ভোগ করিবে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

১৫ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى ۚ

১৫। এবং নিজ রব্বের নামের যিক্‌র করিল। অনন্তর নামায পড়িল।৯

১৬ بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۖ

১৬। তোমরা [কিন্তু তাহা না করিয়া] বরং পার্থিব জীবনকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানে গ্রহণ করিতেছ,

১৭ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ۗ

১৭। অথচ আখিরাত শ্রেষ্ঠ এবং স্থায়ী।১০

১৮ اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ۙ

১৮। ইহা নিশ্চিত যে, এই কথা পূর্ববর্তী সহীফাগুলিতে—

১৯ صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى ۧ

১৯। ইব্‌রাহীম ও মূসার সহীফাগুলিতে রহিয়াছে।১১

৯। ১৪ ও ১৫ আয়াত দুইটিতে বলা হইয়াছে যে, তিনটি কাজের উপরে সফলতা নির্ভর করে। প্রথমতঃ শির্‌ক, কুফর প্রভৃতি বদ ই'তিকাদ হইতে অন্তরকে পাক-সাফ রাখিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ তা'আলার সত্তা, নাম ও গুণাবলীর মর্যাদা হৃদয়ে সর্বদা জাগরূক রাখিয়া ভক্তি-শ্রদ্ধাসহকারে উহার উল্লেখ করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করিতে হইবে। এই তিনের সমাবেশ যে বান্দার মধ্যে পাওয়া যাইবে সেই নিশ্চিত ভাবে সফলকাম হইবে।

১০। ইব্‌ন মস্‌উদ রা. এই প্রসঙ্গে বলেন যে, দুন্‌য়ার খাদ্য ও উপভোগ্য বস্তুসমূহ আমাদের নাগালের মধ্যে উপস্থিত করা হইয়াছে এবং আখিরাতের উপভোগকে আমাদের হইতে দূরে সরাইয়া রাখা হইয়াছে বলিয়া আমরা নিকটে যাহাই পাই তাহাই গ্রহণ করিতে আমাদের প্রবৃত্তি আকৃষ্ট হইয়া থাকে। কাজেই আমাদের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত রাখিবার জন্য আমাদের বিবেক ও অন্তরকে সর্বদা জাগ্রত রাখিতে হইবে।

১১। পূর্ববর্তী সহীফাগুলিতে এবং হযরত ইব্‌রাহীম আঃ ও হযরত মূসা আঃ-র সহীফাগুলিতে কোন্ কোন্ বিষয় ছিল সে সম্বন্ধে কয়েকটি মত পাওয়া যায়। তন্মধ্যে বিশুদ্ধতম মত এই যে, ১৪ আয়াত হইতে ১৭ আয়াত পর্যন্ত এই চারি আয়াতে যাহা বলা হইয়াছে তাহা ঐ সকল সহীফাতে ছিল।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মুহাম্মদী জীবন-ব্যবস্থা

বুলুগুল মারাম—বঙ্গানুবাদ

আবু য়ূসুফ দেওবন্দী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

بَابُ الْعَقِيقَةِ

আকীকা অধ্যায়১

৫০৪। (ক) ইব্‌ন 'আব্বাস রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী সঃ হাসান ও হুসাইন—প্রত্যেকের পক্ষ হইতে একটি করিয়া মেষ 'আকীকা করিয়াছিলেন।২—আবূ দাঊদ। ইব্‌ন খুযাইমা, ইব্‌নুল-জারূদ ও আবদুল হক্ক ইহাকে সহীহ বলিয়াছেন। কিন্তু আবূ হাতিম বলেন যে, ইহার 'মুরসাল' হওয়াই প্রবলতর।

(খ) ইব্‌ন হিব্বান এই ধরণের একটি হাদীস আনাস রাঃ-র যবানী সঙ্কলন করিয়াছেন।

৫০৫। (ক 'আয়িশা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, পুত্র-সন্তানের পক্ষ হইতে [বয়সে ও দেখিতে] প্রায় সমান সমান দুইটি ছাগল এবং কন্যা-সন্তানের পক্ষ হইতে একটি ছাগল আকীকা করিবার জন্য রসূলুল্লাহ সঃ লোকদিগকে হুকম করেন।—তিরমিযী ইহা বর্ণনা করিয়া ইহাকে সহীহ বলিয়াছেন।

(খ) আহমদ এবং সুনান চতুষ্টয় অনুরূপ একটি হাদীস উম্ম-কুরয্ কা'বীয়ার

১। জন্মকালে শিশুর মাথায় যে চুল থাকে সেই চুলকেও যেমন আকীকা বলা হয় সেইরূপ শিশুর জন্মের পরে তাহার পক্ষ হইতে যে ছাগ-মেষ কুরবাণী করা হয় সেই ছাগ-মেষকেও আকীকা বলা হয়।

২। এই হাদীসে বলা হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ সঃ হাসান রাঃ ও হুসাইন রাঃ-র প্রত্যেকের আকীকাতে একটি করিয়া মেষ কুরবাণী করেন। কিন্তু পরের হাদীসগুলিতে বলা হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ সঃ পুত্র-সন্তানের আকীকাতে দুইটি করিয়া ছাগ-মেষ কুরবাণী করিবার জন্য আদেশ করেন। ইহার তাৎপর্য এই দাঁড়ায় যে, রসূলুল্লাহ সঃ নিজে এক রকম করেন আর উম্মতকে অন্য রকম করিতে আদেশ করেন। ইহা কেমন কথা?

ইহার জওয়াবে হাফিয 'আসকালানী বলেন, এই ইব্‌ন 'আব্বাস রাঃ-রই অপর এক রিওয়ায়াতে পাওয়া যায় যে, নবী সঃ হাসান রাঃ ও হুসাইন রাঃ-র প্রত্যেকের আকীকাতে দুইটি করিয়া মেষ যবহ করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আমার রাঃ-র হাদীসেও দুইটি মেষ যবহ করার উল্লেখ পাওয়া যায়। [তিরমিযীর শারহ তুহফা]

এই দুই রিওয়ায়াতের সামঞ্জস্য বিধান করিতে গিয়া আলিমগণ বলেন যে, সম্ভবতঃ রসূলুল্লাহ সঃ এক সঙ্গে দুইটি মেষ যোগাড় করিতে না পারায় প্রথমে একটি করিয়া মেষ যবহ করেন এবং পরে আর একটি করিয়া মেষ যবহ করেন।

যাহা হউক পুত্র সন্তানের আকীকাতে দুইটি ছাগ-মেষ যবহ করা সম্পর্কে এত সহীহ হাদীস পাওয়া যায় যে, পুত্র সন্তানের আকীকাতে দুইটি ছাগ-মেষ যবহ করা নিঃসন্দেহে সুন্নাত বলিয়া দাবী করা যাইতে পারে। এ সম্পর্কে গ্রন্থকার এখানে 'আয়িশা রাঃ ও উম্ম কুরয রাঃ-র হাদীস উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া আবূ হুরাইরা রাঃ ও 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আমর রাঃ-র

www.ahlehadeethbd.org

যবানী বর্ণনা করিয়াছেন।

তিরমিযীর হাদীসটি এই :—উম্ম-কুর্য্ রসুলুল্লাহ সঃ-কে আকীকা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন,

"عن الغلام شاتان وعن الجارية

واحدة لايضركم ذكرانا كن ام اناثا"

"পুত্র-সন্তানের পক্ষ হইতে দুইটি ছাগল ও কন্যা-সন্তানের পক্ষ হইতে একটি। ছাগলগুলি মর্দাই হউক আর মাদীই হউক তাহাতে কিছু আসে যায় না।"

ইমাম তিরমিযী বলেন, "ইহা সহীহ হাদীস।"৩

৫০৬। সামুরা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح

عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى •

"প্রত্যেক শিশু তাহার আকীকার বিনিময়ে বন্ধক থাকে। [তাহার আকীকা দেওয়া হইলে সে বন্ধক হইতে মুক্ত হয়।] ঐ আকীকা শিশুর জন্মের সপ্তম দিবসে শিশুর পক্ষ হইতে যবহ করা হইবে এবং ঐ দিবসে তাহার মাথা কামাইতে হইবে এবং তাহার নাম রাখিতে হইবে।—আহমদ

দেখা যায় যে, রসূলুল্লাহ সঃ পুত্র সন্তানের আকীকাতে দুইটি ছাগ-মেষ যবহ করার আদেশ করেন।

৩। হাদীসে স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে, আকীকাতে ছাগ-মেষই যবহ করিতে হইবে। কাজেই অনেক ইমামের মত এই যে, আকীকাতে উট, গরু যবহ করা সিদ্ধ হইবে না। তাহারা বলেন, আকীকাতে উট, গরু যবহ করা জায়িয আছে বলিয়া আনাস রাঃ-র যে হাদীসটি পেশ করা হয় তাহা গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ ঐ হাদীসের সনদে 'মাস'আদা' নামে যে রাবী রহিয়াছে তাহার সম্বন্ধে (ক) আবূ দাউদ বলিয়াছেন, সে মিথ্যাবাদী। আর (খ) ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বাল বলিয়াছেন, "আমরা তাহার বর্ণিত হাদীসকে মিথ্যা পাইয়াছি।" এতদসত্ত্বেও ইমাম আহমদ বলেন যে, আকীকাতে যদি সম্পূর্ণ একটি উট বা সম্পূর্ণ একটি গরু যবহ করা হয় তাহা হইলে আকীকা সিদ্ধ হইতে পারে।

তারপর আকীকার ছাগ-মেষের বয়স অথবা তাহা দোষশূন্য হওয়া সম্পর্কে বিস্তারিত কোন হাদীস পাওয়া যায় না। তবে, এসম্পর্কে 'আলিমদের মত এই যে, আকীকা যেহেতু শিশুর পক্ষ হইতে নিঃসন্দেহে কুরবানী বিশেষ, কাজেই কুরবানী জানোয়ানের যোগ্য ছাগ-মেষই আকীকাতে যবহ করিতে হইবে। ইমাম তিরমিযী বলেন, আলিমদের মত এই: 'যে ছাগ-মেষ কুরবানীর যোগ্য কেবল মাত্র সেই ছাগ-মেষই আকীকাতে যবহ করার যোগ্য হইবে। তাহা ছাড়া আকীকা করা চলিবে না।"

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ও সুনান চতুষ্টয়। তিরমিযী ইহাকে সহীহ বলিয়াছেন ৪

৪। হাদীসটিতে চারিটি বিষয়ের উল্লেখ রহিয়াছে।

(এক) আকীকাতে ছাগ-মেষ যবহ করার গুরুত্ব বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে,

পিতা জীবিত থাকিয়া সঙ্গতি থাকা সত্বেও তাহার যে সন্তানের আকীকায় ছাগ মেষ যবহ করে না, সেই সন্তান যদি কাহাকেও জান্নাতে দিবার জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে সুপারিশ করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হয় তবে সে তাহার পিতার জন্য সুপারিশ করিতে পারিবে না।

(দুই) হাদীসে বলা হইয়াছে যে, শিশুর জন্মের সপ্তম দিবসে শিশুর পক্ষ হইতে আকীকার জানোয়ার যবহ করা হইবে। প্রশ্ন উঠে, শিশুর জন্মের সপ্তম দিবসে শিশুর পিতার যদি সঙ্গতি হইয়া না উঠে তাহা হইলে কী করিতে হইবে? ইমাম তিরমিযী বলেন, আলিমদের মত এই ঃ "সপ্তম দিবসে আকীকার জানোয়ার যোগার না হইলে চতুর্দশ দিবসে এবং চতুর্দশ দিবসে যোগাড় না হইলে এক-বিংশতি দিবসে ছাগ-মেষ যবহ করিতে হইবে।"

হাদীসটির প্রথম অংশে আকীকাতে ছাগ মেষ যবহ করার প্রতি যে গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে তাহার পরিপ্রেক্ষিতে এ কথা বলা সম্ভবতঃ অন্যায় হইবে না যে, সন্তানের জন্মের সপ্তম দিবসে ছাগ-মেষ যবহ করার সঙ্গতি যদি পিতার না থাকে তাহা হইলে পিতার সঙ্গতি যখনই হইবে তখনই তাহাকে নিজ সন্তানের আকীকাতে ছাগ মেষ যবহ করতঃ দায়মুক্ত হইতে হইবে।

(তিন) শিশুর নাম রাখিতে হইবে। শিশুর জন্মের কতদিন পরে তাহার নাম রাখিতে হইবে তাহার উল্লেখ এই হাদীসে স্পষ্টভাবে নাই। তিরমিযীর ভাষ্য তুহফার গ্রন্থকার এই প্রসঙ্গে হযরত 'আয়িশা রাঃ-র যে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতেও উহার উল্লেখ স্পষ্টভাবে নাই। তবে তিনি ইবন 'উমর রাঃ-র যে হাদীসটি তাবরানীর হাওয়ালা দিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে সপ্তম দিবসে নাম রাখার নির্দেশ আছে বটে; কিন্তু ঐ হাদীসটির সহীহ হওয়া সম্বন্ধে তিনি কোন মুহাদ্দিসের উক্তি উধৃত করেন নাই বলিয়া উহা প্রমাণ রূপে ব্যবহার করা চলে না। অধিকন্তু সপ্তম দিবসের পূর্বে নাম রাখার হাদীস সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে পাওয়া যায় বলিয়া শিশুর জন্মের পরে পরেই সন্তানের নাম রাখা যাইতে পারে।

হাদীস দুইটি নিম্নে উল্লেখিত হইল ঃ

(১) আবূ মূসা রাঃ বলেন, আমার একটি পুত্র সন্তান জন্মিলে আমি তাহাকে লইয়া নবী সঃ-র নিকট গিয়াছিলাম। তখন তিনি উহার নাম রাখিলেন 'ইবরাহীম' —বুখারী, পৃঃ ৮২১ মুসলিম ২য় খণ্ড ২০৯ পৃঃ।

(২) আবূ উসাইদ রাঃ-র পুত্র যখন জন্মগ্রহণ করে তখন তিনি তাহাকে লইয়া নবী সঃ-র নিকট গেলে তিনি উহার নাম 'আল্-মুনযির' রাখেন — বুখারী, ৯১৪ পৃঃ; মুসলিম ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১০।

(চার) শিশুর সম্পূর্ণ মাথা কামাইতে হইবে। ইবন 'উমর রাঃ-র যবানী বর্ণিত তাবরানীর হাদীসটি হইতে জানা যায় যে, শিশুর জন্মের সপ্তম দিবসে তাহার মাথা কামাইতে হইবে।

এই সম্পর্কে আর একটি বিষয় হাদীসে পাওয়া যায়। তাহা এই যে, শিশুর মাথার কামান চুলের সমান ওযন চাঁদি খয়রাত করিতে হইবে। ঐ চুল সাধারণতঃ দুই আনি ওযন হইতে সিকি তোলা পর্যন্ত হইয়া থাকে। কাজেই বর্তমানে সিকি তোলা চাঁদির মূল্য ৫০ পঞ্চাশ পয়সা খয়রাত করিতে হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

كِتَابُ الْاَيْمَانِ وَالنُّذُوْرِ

কসম ও মানত অধ্যায়

৫০৭। ইবন্ 'উমর রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, একদা রসূলুল্লাহ সঃ 'উমর ইবন খাত্তাবকে এক দল উষ্ট্রারোহীর মধ্যে দেখিতে পাইলেন। ঐ সময়ে 'উমর তাহার পিতার কসম করিতেছিল। তখন রসূলুল্লাহ সঃ ঐ আরোহীদিগকে ডাক দিয়া বলিলেন,

اَلَا اِنَّ اللّٰهَ يَنْهَاكُمْ اَنْ تَحْلِفُوْا بِاٰبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللّٰهِ اَوْ لِيَصْمُتْ ۔

"সাবধান! ইহা নিশ্চিত যে, আল্লাহ তোমাদিগকে তোমাদের পিতার কসম করিতে নিষেধ করিয়াছেন। অতএব, কাহাকেও যদি একান্তই কসম করিতে হয় তবে সে যেন আল্লার কসম করে অথবা চুপ করিয়া থাকে।"—বুখারী ও মুসলিম।

৫০৮। আবূ হুরাইরা রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

لَا تَحْلِفُوْا بِاٰبَائِكُمْ وَلَا بِاُمَّهَاتِكُمْ وَلَا بِالْاَنْدَادِ، وَلَا تَحْلِفُوْا اِلَّا بِاللّٰهِ، وَلَا تَحْلِفُوْا بِاللّٰهِ اِلَّا وَاَنْتُمْ صَادِقُوْنَ ۔

"তোমরা কসম করিবে না তোমাদের পিতার, না তোমাদের মাতার, আর না দেব-দেবীর। তোমরা আল্লাহ ছাড়া অপর কাহারও কসম করিও না। আর তোম্‌রা তোমাদের উক্তিতে সত্যবাদী না হইলে আল্লারও কসম করিও না।"—আবূ দাঊদ ও নাসাঈ।১

৫০৯। আবূ হুরাইরা রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

"يَمِيْنُكَ عَلٰى مَا يُصَدِّقُكَ بِهٖ صَاحِبُكَ"

(ক) "তোমার কসমযোগে বর্ণিত উক্তিটির দ্বারা তোমার প্রতিপক্ষকে তুমি যে মর্ম বুঝাইতে ইচ্ছা কর সেই মর্মই গ্রহণ করা হইবে।"

اَلْيَمِيْنُ عَلٰى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ

(খ) কসমযোগে বর্ণিত উক্তির তাৎপর্য

১। এই হাদীস মতে 'রসূলের কসম' 'হুসাইনের কসম', 'মাথার কিরা,' 'বিদ্যার কসম' ইত্যাদি ধরণের কসম গুনাহ হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কসম-দাতার নীয়াৎ অনুযায়ী নির্ধারিত হইবে।"২

৫০২। আবদুর রহমান ইবন সামুরা রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ.

(খ) "আর তুমি কোন কাজ করিবে কিম্বা কোন কাজ করিবে না বলিয়া যদি কসম কর এবং পরে ঐ কসম অনুযায়ী কাজ করার চেয়ে উহার বিপারীত কাজ করাই যদি তুমি অধিকতর মঙ্গলজনক দেখ, তাহা হইলে তুমি [তোমার কসম ভঙ্গ করতঃ] কসম-ভঙ্গের কাফ্‌ফারা পালন করিও এবং যাহা অধিকতর মঙ্গলজনক তাহাই করিও।"

(খ) আবূ দাউদের একটি রিওয়ায়তে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। কেবলমাত্র।

"وَائْتِ = এবং করিও" স্থলে

"ثُمَّ ائْتِ = তারপর করিও" রহিয়াছে।

(গ) বুখারীর অপর একটি রিওয়ায়তে (হাদীসটির শেষ বাক্য দুইটির প্রথমটি পরে এবং পরেরটি পূর্বে) এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে ঃ—

فَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ.

"তাহা হইলে যাহা অধিকতর মঙ্গলজনক তাহাই করিও এবং তোমার কসম-ভঙ্গজনিত কাফ্‌ফারা পালন করিও।"৩

২। কসমযোগে বর্ণিত উক্তিটি যদি দ্ব্যর্থবোধক হয় তাহা হইলে উহার কোন্ অর্থটি গ্রহণীয় হইবে তাহাই এই হাদীস দুইটিতে বলা হইয়াছে। প্রথম হাদীসটিতে বলা হইয়াছে যে, কেহ যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নিজ ইচ্ছায় কসম যোগে কোন দ্ব্যর্থবোধক উক্তি করে তাহা হইলে সে তাহার ঐ উক্তি দ্বারা শ্রোতাকে যাহা বুঝাইবার ইচ্ছা করে সেই অর্থই বিচারে গ্রহণীয় হইবে। কাজেই ঐ কসমকারী যদি ঐ অর্থমত কাজ করে তাহা হইলে সে কসম ভঙ্গকারী বলিয়া পরিগণিত হইবে না। পক্ষান্তরে সে যদি তাহার গৃহীত অর্থের বিপরীত মর্মানুযায়ী কাজ করে তাহা হইলে উহা তাহার উক্তির সম্ভাব্য মর্ম হইলেও সে কসম ভঙ্গকারী হইবে এবং তাহাকে কসম-ভঙ্গের কাফ্‌ফারা পালন করিতে হইবে।

আর দ্বিতীয় হাদীসটিতে বলা হইয়াছে যে, কেহ যদি অপরের দ্বারা আদিষ্ট হইয়া কসমযোগে কোন দ্ব্যর্থবোধক উক্তি করে তাহা হইলে তাহার ঐ উক্তির যে অর্থটি কসমদাতা বুঝিবে সেই অর্থটিই বিচারে গ্রহণীয় হইবে তারপর ঐ কসমদাতা কে কে হইতে পারে সে সম্বন্ধে ইমামদের মত এই যে, এই হাদীসে বর্ণিত কসমের আদেশ দানকারী বলিতে কেবলমাত্র কাযীকে এবং তাঁহার স্থলাভিষিক্তকে বুঝাইবে। কাজেই বুঝা গেল যে, কাযী বা তাঁহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির আদেশক্রমে কেহ যদি কসমযোগে কোন দ্ব্যর্থবোধক উক্তি করে তাহা হইলে উক্তিকারীর নীয়াত ও অভিপ্রায় বাতিল হইবে এবং কাযী বা তাঁহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি ঐ উক্তির যে অর্থ গ্রহণ করিবে তাহাই শরী'আতে গ্রাহ্য হইবে। পক্ষান্তরে, কাযী বা তাঁহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি ছাড়া অপর কাহারও আদেশক্রমে, অথবা স্বেচ্ছায় কেহ যদি কসমযোগে কোন দ্ব্যর্থবোধক উক্তি করে তাহা হইলে সে ক্ষেত্রে উক্তিকারীর নীয়াত ও অভিপ্রায় গ্রহণীয় হইবে।

৩। কোন কোন হাদীসে 'কাফ্‌ফারা পালন করার' কথা প্রথমে এবং 'অধিকতর মঙ্গলজনক ক

www.ahlehadeethbd.org

৫১১। ইবন 'উমর রাঃ হইতে বর্ণিত হইয়াছে, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

مَنْ حَلَفَ عَلَي يَمِيْنٍ فَقَالَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَلَا حِنْثَ ٥

"যে ব্যক্তি কসম করিতে গিয়া উহার সহিত 'ইনশা-আল্লাহ' যোগ করে সে (তাহার কসম অনুযায়ী কাজ না করিলেও) কসম-ভঙ্গ অপরাধে অপরাধী হয় না।"—আহমদ ও সুনান চতুষ্টয়। ইবন হিব্বান ইহাকে সহীহ বলিয়াছেন।৪

৫১২। ইবন 'উমর রাঃ বলেন, নবী সঃ-র কসম ছিল এই—

لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوْبِ

"না; অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারীর কসম।" —বুখারী।

করার' কথা পরে বলা হইয়াছে। আবার কোন কোন হাদীসে 'অধিকতর মঙ্গলজনক কাজ করার' কথা প্রথমে এবং 'কাফ্ফারা পালন করার' কথা পরে বলা হইয়াছে। আপাত দৃষ্টিতে হাদীস দুইটিকে পরস্পর বিরোধী বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে উহা পরস্পর-বিরোধী নয়। ক্ষেত্রবিশেষে কখন প্রথম হাদীসটি অনুসৃত হয় এবং কখন দ্বিতীয় হাদীসটি অনুসৃত হয়। যথা,

মানুষ কসমযোগে কোন উক্তি করিবার পরে কোন কোন ক্ষেত্রে সে তাহার ঐ উক্তিকে কার্যে পরিণত করিবার পূর্বেই ঐ উক্তিটি সম্পর্কে গভীরভাবে শান্ত ভাবে চিন্তা করিয়া অথবা কোন আলিমকে জিজ্ঞাসা করিয়া সে তাহার ঐ উক্তিকে অন্যায় বলিয়া উপলব্ধি করে। তখন সে 'অধিকতর মঙ্গলজনক কাজে হাত দিবার পূর্বেই নিজ অন্যায় কসমের বিপরীত কার্য করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করে বলিয়া তাহার পক্ষে তখনই কসম-ভঙ্গের কাফ্ফারা পালন করা ওয়াজিব হয়। এইরূপ ক্ষেত্রের প্রতি 'প্রথমে কাফ্ফারা পালন করার' হাদীসটি প্রযোজ্য হয়।

পক্ষান্তরে, কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষ ঐ প্রকার কসম করার পরে নির্বিকার ভাবে কাল কাটাইতে থাকে। পরে যখন ঐ কসমের বিপরীত কোন কার্য করিবার পরিস্থিতি দেখা দেয় তখন সে ঐ বিপরীত কার্য সম্পাদনে বাধ্য হইয়া উহা করিয়া বসে এবং পরে কসম-ভঙ্গের কাফ্ফারা পালন করে। এইরূপ ক্ষেত্রের প্রতি 'প্রথমে অধিকতর মঙ্গলজনক কার্য করিবার' হাদীসটি প্রযোজ্য হয়।

৪। اِنْ شَاءَ اللّٰهُ-র অর্থ 'আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন। কাজেই কসমযোগে উল্লিখিত ব্যাপারটির সহিত ইন্শা-আল্লাহ যোগ করা হইলে তাহার অর্থ এই দাঁড়ায়—"আলাহ যদি ইচ্ছা করেন তাহা হইলে আল্লার কসম আমি অমুক কাজটি করিব; [অথবা অমুক কাজটি করিব না।]।"

তারপর কসমকারীর কসম করিবার সময়ে আল্লার ইচ্ছা কী ছিল তাহা মানুষের অজ্ঞাত কার্যটি সম্পাদিত হইবার পরে অথবা কার্যটি অসম্ভব হইবার পরে মানুষ সে সম্পর্কে আল্লার ইচ্ছা অবগত হইতে পারে। ফলে কসমকারী যে কার্যটি করিবে বলিয়া [অথবা যে কার্যটি করিবে না বলিয়া] কসম করিয়াছিল তাহার বিপরীত কার্য করা হইলে বুঝিতে হইবে যে, আল্লার ইচ্ছা তাহাই ছিল বলিয়া সে এইরূপ করিল। কাজেই এমত অবস্থায় ঐ উক্তিকারী নিজ উক্তি সম্পর্কে সত্যবাদী বলিয়া পরিগণিত হইবে বলিয়া ঐ প্রকার কসমকারী নিজ উক্তির বিপরীত কার্য করিলেও সে কসম ভঙ্গকারী বলিয়া গণ্যও হইবে না এবং তাহাকে কসম ভঙ্গের কাফ্ফারাও পালন করিতে হইবে না।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

৫১৩। আবদুল্লাহ ইবন 'আমর রাঃ বলেন একজন বেদুইন নবী সঃ-র নিকটে আসিয়া বলিল, "আল্লার রসূল, কাবীরা গুনাহগুলি কী?" তাহাতে নবী সঃ বলিলেন,

الاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟

قَالَ: ثُمَّ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ قَالَ: ثُمَّ

مَاذَا؟ قَالَ: ثُمَّ الْيَمِيْنُ الْغَمُوسُ—

قُلْتُ وَمَا الْيَمِيْنُ الْغَمُوسُ؟ قَالَ:

اَلَّذِىْ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِأٍ مُسْلِمٍ

هُوَ فِيْهَا كَاذِبٌ ٥

"আল্লার সহিত কাহাকেও শরীক করা।" সে বলিল, "তারপর কোনটি?" তিনি বলিলেন, "তারপর পিতামাতার অবাধ্য হওয়া।" সে বলিল, "তারপর কোনটি?" তিনি বলিলেন, "তারপর 'গামূস' কসম।"

আমি বলিলাম, "গামূস কসম কী?" তিনি বলিলেন "যে মিথ্যা কসম দ্বারা কোন লোক অপর কোন মুসলিমের মাল লইয়া যায় (সেই কসমকে 'গামূস' কসম বলা হয়)।৫ —বুখারী।

৫১৪। আয়িশা রাঃ—আল্লাহ তা'আলার কালাম—

"তোমাদের অর্থহীন কসমের জন্য আল্লাহ তোমাদিগকে পাকড়াও করিবেন না।"—সম্পর্কে বলেনঃ মানুষ অনেক সময়ে কসমের নীয়াত বা উদ্দেশ্য না করিয়াই কথায় কথায় 'হাঁ, আল্লার কসম, 'না আল্লার কসম' বলিয়া থাকে। এই প্রকার কসমই হইতেছে 'অর্থহীন কসম'।—বুখারী।

আয়িশা রাঃ-র এই বাণীটিকে আবু দাউদের এক রিওয়ায়াতে রসূলুল্লাহ সঃ-র বাণী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

৫১৫। আবু হুরাইরা রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন—

اِنَّ لِلّٰهِ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ اسْمًا

مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ ٥

৫। 'গামূস' শব্দের অর্থ 'নিমজ্জিতকারী'। আর গামূস কসমের তাৎপর্য হইতেছে 'এমন কসম যাহা কসমকারীকে পাপে ও গুনাহে নিমজ্জিত করে অথবা জাহান্নামের আগুনে নিমজ্জিত করে'।

তারপর, এই হাদীসে 'আমি বলিলাম' উক্তিটি সাহাবীরও উক্তি হইতে পারে এবং অধস্তন কোন রাবীরও উক্তি হইতে পারে। কাজেই 'গামূস কসমের যে ব্যাখ্যা এখানে দেওয়া হইয়াছে উহা রসূলুল্লাহ সঃ-রও উক্তি হইতে পারে এবং সাহাবীর অথবা অধস্তন রাবীরও উক্তি হইতে পারে।

যাহা হউক, গামূস কসমের ব্যাখ্যায় এখানে যাহা বলা হইয়াছে তাহা গামূস কসমের একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। ইহা গামূস কসমের সংজ্ঞা নয় এবং গামূস কসম ইহারই মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। গামূস কসম বলিতে যাহা বুঝায় তাহা এই,—

অতীতকালে অনুষ্ঠিত বা সংঘটিত কোন ব্যাপার সম্পর্কে 'উহা ঘটে নাই' বলিয়া ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা কসম করাকে অথবা অতীত কালে যে ব্যাপার ঘটে নাই সেই ব্যাপারটি ঘটিয়াছে বলিয়া মিথ্যা কসম করাকে গামূস কসম বলা হয়।

www.ahlehadeethbd.org

"ইহা নিশ্চিত যে, আল্লার নিরানব্বইটি নাম রহিয়াছে। যে ব্যক্তি উহা কণ্ঠস্থ রাখিবে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে।"—বুখারী ও মুসলিম।

তিরমিযী ও ইবন্ হিব্বান ঐ নামগুলি উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ নামগুলি সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য এই যে, উহা কোন রাবী কর্তৃক হাদীসের মধ্যে প্রবিষ্ট করা হইয়াছে।৬

৫১৬। উসামা ইবন যাইদ রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ.

"কাহারও প্রতি কোন এহসান করা হইলে সে যদি এহসানকারীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলে,

৬। সহীহ বুখারীর অপর একটি রিওয়ায়াতে

لَا يَحْفَظُهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ

"যে কেহই ঐ নামগুলি মুখস্থ রাখিবে সে জান্নাতে দাখিল হইবে।"

'আল্লাহ তা'আলার যে নিরানব্বইটি নাম রহিয়াছে সেই নিরানব্বইটি নাম যে মুখস্থ রাখিবে সে জান্নাতে যাইবে'—এই মর্মের হাদীসটি বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ তিরমিযী, ইবন-মাজা, মুসতাদরাক, বাইহাকীর আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর ও ইবন্ হিব্বান এই আটটি হাদীস গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বুখারী, মুসলিম ও নাসাঈ বাদে বাকী পাঁচটি হাদীসগ্রন্থেই ঐ নিরানব্বইটি নামও রসূলুল্লাহ সঃ-র বাণী হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে।

পরবর্তী কালে এক দল আলিম বলিতে লাগেন যে, নিরানব্বইটি নামকে আল্লাহ তা'আলার নাম রূপে ঐ পাঁচটি হাদীসগ্রন্থে রসূলুল্লাহ সঃ-র বাণী বলিয়া যাহা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা রসূলুল্লাহ সঃ-র বাণী নয়—উহা কোন রাবী দ্বারা হাদীসে প্রবিষ্ট করা হইয়াছে। আমাদের এই সঙ্কলনকারী ঐ দলটিকে সমর্থন করেন। পক্ষান্তরে, একদল আলিম বরাবরই বলিয়া আসিতেছেন, ঐ নামগুলিও নবী সঃ স্বয়ং নির্দিষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। ঐ নামগুলি নবী সঃ ছাড়া অপর কাহারও বাণী কোন ক্রমেই হইতে পারে না। তাঁহাদের যুক্তি এই—

প্রথমতঃ, ইমাম তিরমিযী যে সনদ যোগে ঐ নামগুলি উল্লেখ করিয়াছেন সেই সনদের প্রত্যেকজন রাবী বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য বলিয়া হাদীসবিদগণ সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকার করেন। তারপর এই সঙ্কলনকারীই তাঁহার উসূলুল্ হাদীস গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, বিশ্বস্ত রাবীর অতিরিক্ত বিবরণ যদি অপর বিশ্বস্ত রাবীর বিবরণের বিরোধী ও প্রতিকূল না হয় তাহা হইলে ঐ বিশ্বস্ত রাবীর অতিরিক্ত বিবরণ গ্রহণযোগ্য হইবে। কাজেই ঐ নামগুলিকে স্বয়ং রসূলুল্লাহ সঃ-র বাণী বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, একই মুহাদ্দিসের শিষ্যদের মধ্যে ঐ নামগুলি যাহার নিশ্চিত ভাবে মুখস্থ ছিল তিনি সেই নামগুলি বলিয়া থাকিবেন এবং যাহার নিশ্চিতভাবে মুখস্থ ছিল না তিনি সে সম্পর্কে খামুশ রহিয়াছেন। অথবা সকলেরই মুখস্থ থাকা সত্ত্বেও কেহ অর্ধেক হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন এবং কেহ পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। অথবা ইমাম বুখারী তাঁহার চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী হাদীসটির অংশবিশেষ বর্ণনা করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন।

তৃতীয়তঃ, 'আল্লাহ তা'আলার যে নিরানব্বইটি নাম রহিয়াছে সেই নিরানব্বইটি নাম যে কেহ মুখস্থ রাখিবে সেই জান্নাতে যাইবে'—এই বাক্যটি রসূলুল্লাহ

www.ahlehadeethbd.org

“আল্লাহ আপনাকে নেক বদলা দিন!’ তাহা হইলে সে (উহা দ্বারা) এহসানকারীর চরম প্রশংসা করিল।”—তিরমিযী। ইবন হিব্বান ইহাকে সহীহ বলিয়াছেন।

সঃর বাণী হওয়া সর্বাবাদীসম্মত। এখন আমাদের বক্তব্য এই যে, রসূলুল্লাহ সঃ-র এই কথা বলিবার পরে ঐ নিরানব্বইটি নাম উম্মতকে জানাইয়া দেওয়াই নবী সঃর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক ছিল এবং ঐ নামগুলি উম্মতকে না জানান তাঁহার পক্ষে কর্তব্যে অবহেলার শামিল ছিল। কাজেই তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা, হাকিম বাইহাকী ও ইব্‌ন হিব্বানের হাদীস গ্রন্থসমূহে আল্লাহ তা'আলার যে নিরানব্বইটি নামের উল্লেখ পাওয়া যায় তাহা নবী সঃ-র উক্তি হওয়াই স্বাভাবিক ও সঙ্গত। যদি তর্কের খাতিরে স্বীকার করা হয় যে, ঐ নামগুলি রসূলুল্লাহ সঃ বলেন নাই—বরং ঐ গুলি কোন রাবীর মস্তিষ্ক প্রসূত, তাহা হইলে রসূলুল্লাহ সঃ-র মূল হাদীসটি বেকার হইয়া পড়ে। অধিকন্তু কোন রাবীর পক্ষে এই নিরানব্বইটি নাম নিজ জ্ঞানবুদ্ধি হইতে বলা অসম্ভব বিধায় উহা কার্যতঃ নবী সঃ-র বাণী বলিয়া মানিতেই হইবে।

কাজেই প্রমাণিত হইল যে, হাদীসে উল্লিখিত ঐ নিরানব্বইটি নামই সেই নিরানব্বইটি নাম যাহা মুখস্থ রাখিতে পারিলে আখিরাতে জান্নাতে যাওয়ার আশা করা যাইতে পারে। যদি ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলার ফলে জান্নাতে প্রবেশ করার আশা রাখা নবী সঃ-র বাণী হইতে পারে তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলার এই নিরানব্বইটি নাম মুখস্থ রাখিয়া জান্নাতে প্রবেশ করার আশা কেন রাখা যাইবে না—তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

এখানে এই হাদীস আনিবার তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ তা'আলার ঐ নিরানব্বইটি নামের যে কোনটি যোগে কসম করা চলিবে।

কসম-ভঙ্গের কাফ্‌ফারা

কসম ভঙ্গের কাফ্‌ফারা কুরআন মজীদে বর্ণিত হইয়াছে। উহা এই—

‘লোকে তাহাদের প্রধান খাদ্য হিসাবে যে খাদ্য প্রত্যেকে সাধারণতঃ যে পরিমাণে গ্রহণ করে সেই খাদ্য সেই পরিমাণে দশ জন মিসকীনের প্রত্যেককে দান করা; **অথবা** দশজন মিসকীনকে বস্ত্র দান করা; **অথবা** এক জন গোলাম আযাদ করা; **অথবা** তিন দিন রোযা রাখা।—আল্-মায়িদা, ৮৯।

তারপর মিসকীনকে খাদ্য-বস্ত্র দান সম্পর্কে শাফিঈ মতে বলা হইয়াছে যে, দশজন মিসকীনের প্রত্যেককে তিন পোয়া পরিমাণ খাদ্য প্রদান করিতে হইবে; **অথবা** তাহাদের প্রত্যেককে কমপক্ষে একটি করিয়া লুঙ্গি বা পায়জামা প্রদান করিতে হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

সালাম—পূর্ব পাকিস্তান !

মূল ঃ সোরেশ কাশ্মীরী
অনুবাদ ঃ আবুল কালাম মুস্তাফা

(সঙ্কলন)

(১)

দেখেছি তাদেরে কোষবিমুক্ত অসির মতন জ্যোতিষ্মান,
তস্‌লীম ! পাক-বাঙ্‌লার বীর,—অগ্নি-দীপ্ত অজেয় প্রাণ !

আশা যে তাদের আকাশচুম্বী, লক্ষ্য তাদের অচঞ্চল,
কণ্ঠে তাদের 'প্রতিশোধ', চোখে প্রতিহিংসার জ্বলে অনল।

সত্যের তরে অকাতরে তারা হেলায় জীবন করিল দান !
তস্‌লীম ! পাক-বাঙলার বীর,—অগ্নি-দীপ্ত অজেয় প্রাণ।

(২)

ধৃষ্ট অরির পাশব শক্তি চূর্ণিল এরা—অমিত বল,
যেথা গেলো তারা তক্‌বীর-রবে কাঁপায়ে তুলিল গগন তল !

লাহোর ফ্রণ্ট তারাই দাঁড়ালো, তারাই লড়িল সিংহপ্রায়,
আল্লার দয়া, তাহারি আশীস ছিলো তাহাদের সাথী সহায় !

ঈমানের বলে বলীয়ান হয়ে রাখিল এরাই জাতির মান !
তস্‌লীম ! পাক-বাঙলার বীর,—বহ্নি-দীপ্ত অজেয় প্রাণ।

(৩)

লাহোরবাসীরা ?—তারাও হয়তো জানিতে পায়নি এই খবর :
তাহাদেরি তরে পাক-বাঙ্‌লার ভায়েরা মরিয়া হলো অমর !

উন্নত শিরে, স্ফীত বুকে এরা দুশ্‌মনে দিল ভীষণ মার,
চূর্ণ করিল তাদের অলীক অস্ত্রবলের অহংকার !

মহাগরিমার উচ্চতম সে চূড়ায় উড়ালো পাক-নিশান !
তসলীম ! পাক-বাঙলার বীর,—অগ্নি দীপ্ত অজেয় প্রাণ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(৪)

মলয়-উতল যে-শ্যামল ভূমি স্পন্দিত শত সুরের ঘায়,
ধান পাটখেত ঝংকৃত সারী-জারী ভাটিয়ালী-মূর্ছনায়!

সে-দেশের হল-হালধারী ছেলে অসিধারণেও সমনিপুণ,
শতজয় গাথা রচিল তাহারা হাসি মুখে মেখে শত্রু-খুন।

তাদের বিশাল বাহু শেরে-খোদা আলীর অসির মতো সবল,
তাহারা শান্ত-শিষ্ট-নম্র, তাহাদের মুখ হাসি-উজ্জ্বল!

(হিমালয় সম কঠোর তাহারা, স্নিগ্ধ-কোমল ফুল সমান!)
তসলীম! পাক-বাঙলার বীর,—অগ্নিদীপ্ত অজেয় প্রাণ!

(৫)

ভাবিতাম মোরা: এরা যে নিরীহ, যুদ্ধ এদের কর্ম নয়,
আঁখি-নীরে তিতি, গায় এরা নিতি প্রেম-প্রীতি-গীতি, প্রণয়-জয়!

ভাবিতাম: এরা কেবলই কোমল সজল সুরের গায় গজল,
কিন্তু যুদ্ধ-ডাক এলো যবে, দেখিনু এদের শৌর্য বল।

ভারত দানবে টুটি টিপে তার ওষ্ঠ আগত করিল প্রাণ।
তস্‌লীম! পাক-বাঙলার বীর,—অগ্নি-দীপ্ত অজেয় প্রাণ!

(৬)

আওয়াজে তাদের অসি ঝন্‌ঝা, যেনো মৃত্যুর ক্রুর আদেশ,
নেই তাতে নেই সানাই মধুর ললিত মেয়েলি সুরের লেশ!

তাদের শাণিত অস্ত্র ছিনিয়া আনিবে মুক্তি কাশ্‌মীরের,
নারা-তকবীর রণহুঙ্কার দুর্জয় এই বীরদলের।

বিশ্বে কেহই পারেনা এদেরে গোলামী শরাব করাতে পান।
তসলিম! পাক-বাঙলার বীর,—অগ্নি-দীপ্ত অজেয় প্রাণ।

(৭)

তারা হুনাইন আর বদরের ডাক—এ যুগের, অগ্রকার,
এই বীরেরাই আল-কোরানের শ্লোক-পুঞ্জের ভাষ্যকার।

ক্রুর শত্রুর ছোবল হইতে প্রাণাধিক দেশ পাকিস্তান
রক্ষা করিল মহাবিক্রমে পাক-বাঙলার বীর মহান।

তাদেরি বক্ষে বিশ্বনবীর পূত বাণী সদা স্পন্দমান!
তস্‌লিম! পাক বাঙলার বীর,—অগ্নি-দীপ্ত অজেয় প্রাণ

—পয়গাম

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পাকিস্তান আন্দোলনের ঐতিহাসিক পটভূমিকা

"অধ্যাপক আশরাফ ফারুকী"

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

ইসলামী রেনেসাঁ ও ইকবাল

শুধু সৈয়দ আহমদ বা আমীর আলীই নন, পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা ইকবাল সম্পর্কেও একই কথা খাটে। ইনি ছিলেন প্রধানতঃ কবি ও দার্শনিক। কিন্তু পাক্ হিন্দের মুসলিম জাতির রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের কাজেও তাঁহাকে আত্মনিয়োগ করিতে হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় যে, মুসলিম জাতি যখন জাতি হিসাবে আত্মসম্বিত লাভ করে, যখন মননগত দিক হইতে তাহাদের সাংস্কৃতিক প্রস্তুতি হইয়া যায়, তখন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও তাহারা সজাগ হন। মুসলিম চিন্তার পুনর্গঠনে ইকবালের অবদান অসামান্য। তাঁহার সে অবদানের আলোচনার অবসর বর্তমান প্রবন্ধে নাই। আমি শুধু এই কথা বলিতে চাই যে, মুসলিম রাজনীতিক সংগঠন গড়িয়া উঠিবার পরও তাহাদের যে সংস্কৃতিক আন্দোলন থামিয়া যায় নাই বরং মুসলিম জাতির লক্ষ্যস্থল সম্পর্কে তাহাদিগকে যে বলিষ্ঠ চিন্তা ধারার পরিচয় দিতে হইয়াছে, ইকবালের কাব্যে ও রচনাবলীতে তাহার পরিচয় সুস্পষ্ট। ইকবালের কাব্যে, পত্রাবলী এবং ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন বক্তৃতামালার মধ্য দিয়া পাক-ভারতের ইসলামী চিন্তা ধারার সৃষ্টি হইয়াছে। ইকবালবাদই পাক-হিন্দের মুসলিম রেনেসাঁ আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ অবদান। জিহাদ আন্দোলনে আজাদীর যে উদ্দেশ্য ধরা পড়িয়াছে ইকবাল সেই ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠাকেই আজাদী আন্দোলনের লক্ষ্য বলিয়া মনে করিতেন। ইকবালের চিন্তাধারাতেই পাকিস্তানের মর্মরূপটি সামগ্রিক ভাবে ধরা পড়িয়াছে। বলা যায়, মুসলিম জাতি এই কবির কাব্যে কথা বলিয়া উঠিয়াছে।

মুসলিম রাজনৈতিক সংগঠন

বিংশ শতাব্দীর প্রথম প্রভাতে রেনেসাঁর নবালোকে পাক-হিন্দের মুসলিম জাতি তাহার স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য লইয়া বাঁচিবার অধিকার সম্পর্কে সজাগ হইল। তাই মুসলিম রাজনৈতিক সংগঠন গড়িয়া তুলিবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। হিন্দু কংগ্রেসের তথাকথিত জাতীয়তাবাদের নগ্নরূপ মুসলিম জনসাধারণের চোখের সামনে যতই স্পষ্ট হইয়া উঠে মুসলিম রাজনৈতিক সংস্থা গঠনের তাকীদও ততই স্পষ্টতর হইয়া উঠে।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, হিন্দু ধর্মীয় আন্দোলন গুলিই হিন্দু রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্মদাতা। হিন্দু ধর্ম আন্দোলনগুলির ভিত্তি ছিল প্রধানতঃ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ। হিন্দু গণশক্তি এই সব সাম্প্রদায়িক আন্দোলন দ্বারাই বেশীর ভাগ অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। তাই হিন্দু সমাজ কংগ্রেসকে পরিপূর্ণ ভাবে হিন্দু সংগঠনরূপে গড়িয়া তুলিবার পক্ষপাতী ছিল। হিন্দু সমাজের এই মনোভাবকে বাস্তবায়িত করিবার জন্য আগাইয়া আসেন বালগংগাধর তিলক নামক একজন মারাঠী। ইনি কংগ্রেসের অভ্যন্তরে একটি চরমপন্থী দল গঠন করিলেন। হিন্দু জনগণের মধ্যে চরম মুসলিম বিদ্বেষ সৃষ্টিকারী এবং গোহত্যা বিরোধী ব্যাপক আন্দোলন পরিচালনা করাই ছিল তিলক এবং তাঁহার অনুসারীদের মূল উদ্দেশ্য। হিন্দু জনগণের উপর তিলকেরই একচ্ছত্র নায়কত্ব কায়েম হইল। পণ্ডিত নেহেরু বলেন—'নবযুগের আসন্ন প্রতীক ছিলেন মহারাষ্ট্রের বাল গংগাধর তিলক। সাবেক নেতৃত্বের প্রতীকও ছিলেন অপর একজন সুদক্ষ মহারাষ্ট্রীয় যুবক। ইনি গোপালকৃষ্ণ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

গোখলে। কংগ্রেসের নেতৃত্ব যাহাতে তিলক পন্থীদের হাতে চলিয়া না যায় সে জন্য মধ্যপন্থী বৃদ্ধ নেতা দাদাভাই নৌরোজীকে পুনর্বার কংগ্রেস নেতৃত্বে আনা হয়।" কিন্তু নেহেরু বলেন, কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রিত ভোটাধিকারের জন্য মধ্যপন্থীদের জয় হইলেও আসলে রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন জনসাধারণের বিপুল অংশ তিলকের সমর্থক ছিল। সুতরাং কংগ্রেস আর মুসলিম জনসাধারণকে মিলনের সুমধুর স্তোক-বাক্যে ভুলাইয়া রাখিতে পারিল না।

১৯০৫ সালের কংগ্রেসের বেনারস অধিবেশনে ২৫৬ জন প্রতিনিধির মধ্যে মুসলিম প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল মাত্র ১৭ জন। মুসলিম সমাজের প্রতিনিধিত্বমূলক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার অনুকূল পরিবেশ ঠিক এই সময়েই গড়িয়া উঠিয়াছিল।

আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মুসলিম জাতিকে পৃথক সংগঠন গড়িয়া তুলিতে প্রেরণা দান করে। বাংলার মুসলমানরা চাকুরী, ব্যবসায় বাণিজ্য, শিক্ষা-দীক্ষা এবং শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা হাসিল ইত্যাদি সকল বিষয়ে হিন্দুদের দ্বারা প্রবঞ্চিত হইয়া আসিতে ছিল। কলিকাতার হিন্দু নেতৃত্বের নাগপাশ হইতে নাজাত পাইবার উদ্দেশ্যে মুসলমানরা বাংলা ও আসামকে পৃথক প্রদেশে পরিণত করিবার দাবী তুলে। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন শাসন কার্যের সুবিধার জন্য বাংলা প্রদেশকে ভাগ করিয়া পূর্ব বাংলাকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করিয়া একটি নয়া প্রদেশ গঠন করেন। ঢাকাতে ইহার রাজধানী স্থাপিত হয়। কলিকাতার বন্ধন মুক্ত হইয়া মুসলমানরা মসজিদে মসজিদে শুকরিয়ার নামাজ আদায় করেন। কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর কায়েমী স্বার্থবাদী হিন্দুদের এ ব্যবস্থা মনঃপুত হইল না। তাঁহারা বঙ্গভঙ্গ রহিত করিবার আন্দোলন শুরু করিলেন। মারাঠা নেতা তিলক এই আন্দোলনকে সর্বভারতীয় আন্দোলনে পরিণত করেন। দুঃখ এবং ক্ষোভের সংগে মুসলমানরা উপলব্ধি করিল যে, মুসলমান জাতির স্বার্থ রক্ষা করা কংগ্রেসের উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং মুসলিম স্বার্থ সংরক্ষণের তাকীদে মুসলিম রাজনৈতিক দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুভূত হইল।

এই সময়ে ইংল্যাণ্ডে উদারনীতিক দল ক্ষমতাসীন হইল। সরকার ঘোষণা করিল যে, ভারতের শাসন বিধিতে প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করা হইবে। তখন মুসলমানেরা স্বাভাবিক ভাবেই উপলব্ধি করিলেন যে, প্রস্তাবিত শাসন সংস্কারে প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্কারের সম্প্রসারণ নীতি গৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। তাহারা ইহাও উপলব্ধি করিলেন যে, সাম্প্রদায়িক হিন্দু সংস্কার আন্দোলন এবং তিলকপন্থীদের মুসলিম বিদ্বেষ প্রচারের ফলে দেশে এমন এক বিষাক্ত সাম্প্রদায়িক আবহাওয়া সৃষ্টি হইয়াছে যে, প্রকৃত মুসলিম স্বার্থের সংরক্ষণকারী মুসলিম প্রার্থীর পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর ভোটে নির্বাচিত হওয়া অসম্ভব। এজন্যই মুসলিম নেতৃবৃন্দ মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন দাবী উত্থাপন করিলেন। এই দাবী তদানীন্তন বড় লাট লর্ড মিণ্টোর নিকট পেশ করিবার জন্য একটি প্রতিনিধিদল প্রেরিত হয়। লর্ড মিণ্টো পৃথক নির্বাচনের যৌক্তিকতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন এবং পরবর্তী ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের মর্লি মিণ্টো শাসন সংস্কারে পৃথক নির্বাচন প্রথা প্রবর্তন করা হয়।

মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনের সরকারী স্বীকৃতি আদায় মুসলিম রাজনীতিক্ষেত্রে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ—কিন্তু মুসলিম রাজনীতিক দল কায়েম করার প্রয়োজনীয়তাই ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। জাতির এই বিরাট প্রয়োজন মিটাইবার জন্য আগাইয়া আসিলেন ঢাকার নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ বাহাদুর এবং নওয়াব ভিকার-উল মুল্ক। তাঁহাদের আহ্বানে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ৩০শে ডিসেম্বর ঢাকায় পাক-ভারতের মুসলিম নেতৃবৃন্দের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনেই মুসলিম জাতির আশা আকাংখার প্রতীক "নিখিল ভারত মুসলিম লীগ।"

www.ahlehadeethbd.org

Contents

নামক একটি রাজনীতিক দল গঠিত হয়। নানা ঘাত-প্রতিঘাত এবং আশা-নিরাশার দোদুল্যমানতার মধ্য দিয়া এই সংগঠনই জাতির আশা-আকাংখাকে বাস্তবায়িত করিতে সক্ষম হয়। ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করিয়া আজাদীর নিয়ামত হাসিল করিবার যে আকাংখা মুসলিম-মানসে দেদীপ্যমান হইয়া উঠে, ১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চ লাহোর প্রস্তাবে তাহাই একটি বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করে! পরবর্তীকালে এই প্রস্তাবটিকেই 'পাকিস্তান' প্রস্তাব নামে অভিহিত করা হয়। কায়েদে আজমের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে মুসলিম জাতি পাকিস্তান হাসিলের জন্য বদ্ধপরিকর হয়। প্রবল আন্দোলনের মুখে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী কারসাজি এবং হিন্দু কংগ্রেস বিরোধিতা বালির বাঁধের মতই ভাসিয়া যায়। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট পাক-হিন্দের মুসলমান জাতি হাসিল করে আজাদ পাকিস্তান।

সংক্ষেপে পাকিস্তান আন্দোলনের ঐতিহাসিক পটভূমি বিশ্লেষণের চেষ্টা করিয়াছি। একথা সুস্পষ্ট যে, ইসলামী সমাজ এবং রাষ্ট্রগঠনই পাকিস্তান আন্দোলনের মকসুদ মনজিল। এই মনজিলের দিকে এখনও মুসলিম কাফিলা আগাইয়া চলিয়াছে—আগাইয়া চলিতে হইবে—যতদিন না ইকবালের স্বপ্নের সুখী ও সমৃদ্ধিশালী ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। পাকিস্তানের লেখক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, সমাজসেবী ও তমদ্দুনকর্মীদিগকে এই লক্ষ্যপথে অবিচল থাকিবার প্রেরণা দিতে পারিলেই পাকিস্তানের ঐতিহাসিক পটভূমি বিশ্লেষণ সার্থক হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

পয়গামে মসীহ্

।। আবদুন্ নঈম চৌধুরী ।।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ইয়াহইয়া নবীর আহ্বানে জুডিয়ার ইহুদীগণ, বিশেষতঃ তাহাদের প্রভাবশালী ফরীশী ও সদুকী শ্রেণীর আলেম সম্প্রদায় তৌবা করিবার জন্য তাঁহার নিকট একত্রিত হইলে তিনি তাহাদের হীন মানসিকতার জন্য তাহাদিগকে তিরস্কার করেন। উপরন্তু ইহুদীগণ ইব্রাহীম নবীর সন্তান হওয়ায় আল্লাহ তালা তাহাদিগকে আযাব করিবেন না, তিনি ইহুদীদের এইরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাসের কঠিন সমালোচনা করেন। মালাকুতুস সামাওয়াতে প্রবেশ করিবার যোগ্যতা অর্জুনের জন্য তাহাদিগকে তিনি উপদেশ দেন। তাহাদের পতিত অবস্থা বর্ণনা করিয়া আসন্ন ধ্বংসের হাত হইতে আত্ম-রক্ষা করিবার জন্য তাহাদিগকে সাবধান করিয়া বলেন,—"হে সর্পের বংশ, আসন্ন কোপ হইতে পলায়ন করিতে কে তোমাদিগকে চেতনা দিল? অতএব মন পরিবর্ত্তনের উপযোগী ফলে ফলবান হও। আর ভাবিও না যে, তোমরা মনে মনে বলিতে পার, অব্রাহাম আমাদের পিতা; কেননা আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, খোদাতালা এই সকল পাথর হইতে আব্রাহামের জন্য সন্তান উৎপন্ন করিতে পারেন। আর এখনই গাছগুলির মূলে কুড়ালি লাগান আছে; অতএব যে কোন গাছে উত্তম ফল ধরেনা, তাহা কাটিয়া আগুনে ফেলিয়া দেওয়া যায়' (মথি ৩ : ৭—১১)।

তৎকালে হিরোদ রোমকদের অধীনে জুডিয়ার অধিপতি ছিল। হিরোদ তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ফিলিপের বিধবা পত্নী হিরোদিয়াকে বিবাহ করিয়াছিল। পূর্ব স্বামীর ঔরসে হিরোদিয়ার একটী কন্যা সন্তান বিদ্যমান ছিল। হিরোদকে বশীভূত রাখিবার জন্য রাণী হিরোদিয়া রাজা হিরোদের সহিত তাহার কন্যাকে বিবাহ দিবার ষড়যন্ত্র করে। রাজা হিরোদও তাহার প্রস্তাবে রাজি ছিল। কিন্তু ইহুদী ধর্ম্মীয় মতে অপর স্বামীর ঔরসীয় নিজ স্ত্রীর গর্ভজাত কোন কন্যাকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ ছিল। রাণী হিরোদিয়া ধর্ম্ম যাজকগণকে নানা উপায়ে বশ করিয়া এরূপ বিবাহ ধর্ম্ম সিদ্ধ বলিয়া চালাইয়া দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু হযরত ইয়াহ্ইয়া নবী (Jhon the Baptist) ইহার বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ করিলে এই ষড়যন্ত্র পণ্ড হইয়া যায়। ফলে রাণী হিরোদিয়া ও তাহার কন্যা ইয়াহ্ইয়া নবীর প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়। হিরোদিয়ার অনুরোধে রাজা হিরোদ ইয়াহ্ইয়া নবীকে কারারুদ্ধ করে। কতককাল কারাবাসের পর হিরোদিয়ার প্ররোচণায় বন্দী ইয়াহ্ইয়া নবী রাজা হিরোদের আদেশে নিহত হন।

ইয়াহ্ইয়ার বন্দী হইবার সাথে সাথে মালাকুতুস সামাওয়াতের শুভাগমন বার্ত্তা প্রচারের দায়িত্ব যীশুর প্রতি ন্যস্ত হয়। যীশুর প্রচার বাণী ফেলিস্তিন ও সিরিয়ার সর্বত্র দ্রুত বিস্তার লাভ করে। "পরে যীশু সমুদয় গ্যালীলী ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, তিনি লোকদের সমাজ-গৃহে (ধর্ম্ম মন্দিরে) উপদেশ দিলেন, মালাকুতুস সামাওয়াতের সুসমাচার প্রচার করিলেন এবং লোকদের সর্ব-প্রকার রোগ ও সর্ব প্রকার পীড়া ভাল করিলেন। আর তাঁহার জনরব সমুদয় সুরিয়া দেশে ব্যাপৃত হইল...... আর গ্যালীলী দিকাপলি, যিরুশালেম, যিহুদিয়া ও জর্দ্দনের পরপার

www.ahlehadeethbd.org

হইতে অনেক লোক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল" (মথি—৪ : ২৩-২৫ দ্রষ্টব্য)। রাজা হিরোদের নিষ্ঠুর আদেশে যোহনের (ইয়াহ্‌য়িয়া) কণ্ঠ রোধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইস্রাইলী বংশের শেষ-নবী যীশু খৃষ্টের কণ্ঠে আসমানী পয়গাম ধ্বনিত হইল,—"তৌবাকর। কেননা মালাকুস সামাওয়াত নিকট বর্ত্তী হইল" (মথি—৪ : ১৭)।

অধঃপতনের গভীর গহ্বরে পতিত ইহুদীগণ যীশুর পয়গামকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতে লাগিল। তাহারা ধারণা করিল যীশু হজরত মুসার (দঃ) ধর্ম্মকে বাতিল করিয়া কোন নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। যীশু ইহুদীগণের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া তাহাদের ভ্রান্ত ধারণা দূর করিবার জন্য ঘোষণা করেন "মনে করিও না যে, আমি পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কিতাব কিংবা আম্বিয়ার সুন্নতকে বাতিল করিবার জন্য আসিয়াছি, আমি বাতিল করিতে আসি নাই বরং তাহার পরিপূর্ণতার সুসংবাদ দিতে আসিয়াছি। আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি যে, যে পর্য্যন্ত এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড বিধ্বস্ত না হয় আল্লার প্রেরিত কিতাবের এক অক্ষর কিংবা এক বিন্দুও বাতিল হইবে না, যে পর্য্যন্ত তাহা পরিপূর্ণতা লাভ না করে। সুতরাং যে কেহ এই সকল উপদেশের একটা ক্ষুদ্রতম উপদেশও লঙ্ঘন করে এবং সাধারণকে লঙ্ঘন করিতে শিক্ষা দেয় সে ব্যক্তি মালাকাতুস সামাওয়াতে অতিশয় ক্ষুদ্র হইবে। অপর পক্ষে যে নিজে তাহা আমল করে এবং এরূপ শিক্ষা দেয়, সে ব্যক্তি মালাকাতুস সামাওয়াতে মহান বলিয়া গণ্য হইবে (মথি ৫ : ১৭-১৯ দ্রষ্টব্য) এরূপ যীশু ইহুদীগণের সর্ববিধ ভ্রান্ত ধারণা দূর করিয়া হুকুমতে ইলাহিয়ার আগমন সংবাদ প্রচার করিতে থাকেন।

মালাকুতুস সামাওয়াতের বিশেষত্ব সম্বন্ধে যীশু তাদানীন্তন ইহুদীগণকে অবহিত করেন। তিনি বলেন যে, মালাকুতুস সামাওয়াতের বৈশিষ্ট হইবে ন্যায়নিষ্ঠা বা আদল, সার্ব্বজনীন ক্ষমা প্রদর্শন, বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব, সর্ব ক্ষেত্রে সততা ও চরিত্রের পবিত্রতা। যে ব্যক্তি ঐ সমস্ত গুণ অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইবে সেই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের যোগ্য হইবে। অপর পক্ষে রিয়াকারী, তাকাব্বুরী, লোক দেখানোর জন্য দান খয়রাত ও এবাদত যাহা তদানীন্তন ইহুদীগণের চরিত্রের বৈশিষ্টছিল তাহা অবশ্যই বর্জ্জন করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে যীশু ইহুদীগণকে যে সকল উপদেশ প্রদান করেন প্রচলিত মথি প্রণীত ইঞ্জিলের ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে তাহার কিয়দাংশ উল্লেখিত রহিয়াছে। হুকুমাতে ইলাহিয়ার আগমনকেই যীশু বারংবার মালাকুতুস সামাওয়াত বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। প্রচলিত ইঞ্জিলের আরবী সংস্করণে "মালাকুতুস সামাওয়াত" ও "মালাকুতুল্লাহ" শব্দ পরস্পর বদল স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে। (মার্ক ১৫: ৪২ দ্রষ্টব্য)।

শহরে, বন্দরে, নদীর তীরে, পাহাড়ের উপত্যকায় জুডিয়া ও গ্যালীলীর প্রত্যেক লোকালয়ে যীশু হুকুমতে ইলাহিয়ার শুভাগমন সংবাদ প্রচার করেন। উপরন্ত যীশু ইহুদী ধর্মীয় প্রভাবের আসন্ন অবসান ঘোষণা করেন। যীশু নিজকে ইস্রাইলীদের শেষ পয়গম্বর বলিয়া প্রকাশ করেন। তিনি আরও প্রকাশ করেন যে, ইসমাইলীগণ হুকুমতে ইলাহিয়ার বাহক ও ধারক হইবেন। তিনি ইহুদীগণকে সাবধান করিয়া বলেন যে, ইহুদীগণ পূর্ব্ববর্ত্তী নবীগণের সহিত যে নিষ্ঠুর দুর্ব্যবহার করিয়াছে তাহার অভ্যাস যদি পরিত্যাগ না করে এবং তাঁহাদের অনুবর্ত্তী না হয় তবে আল্লাহতালা হুকুমতে ইলাহিয়ার মারফতে ইহুদীগণকে কঠিন শাস্তি দিবেন। যীশু ঘোষণা করেন যে, অচিরে অবহেলিত যাযাবর ইসমাইলীয়গণ নুতন সভ্যতা স্থাপন করিবেন এবং তাহাই বিশ্ববাসী দ্বারা গৃহীত হইবে।

ইহুদীদের প্রতি যীশুর সাবধান বাণীর কিয়দংশ মার্ক প্রণীত ইঞ্জিলের ১২শ অধ্যায়ে উল্লেখিত দেখা যায়। ইহুদীগণের এক বিরাট জামাতকে সম্বোধন করিয়া যীশু যে সাবধান বাণী উচ্চারণ করেন তাহা এই :—"পরে তিনি (যীশু) দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাদের

www.ahlehadeethbd.org

(ইহুদীদের) কাছে কথা কহিতে লাগিলেন। এক ব্যক্তি দ্রাক্ষা ক্ষেত্র তৈয়ার করিয়া তাহার চারিদিকে বেড়া দিলেন, দ্রাক্ষা পেষণার্থে কুণ্ড খনন করিলেন, এবং উচ্চ গৃহ নির্মাণ করিলেন; আর কৃষকদিগকে তাহা জমা দিয়া অন্য দেশে চলিয়া গেলেন। পরে কৃষকদের কাছে দ্রাক্ষাক্ষেত্রের ফলের অংশ পাইবার নিমিত্ত তাহাদের নিকটে উপযুক্ত সময়ে এক দাসকে পাঠাইয়া দিলেন; তাহারা তাহাকে ধরিয়া প্রহার করিল ও রিক্ত হস্তে বিদায় করিয়া দিল। আবার তিনি তাহাদের নিকটে আর এক দাসকে পাঠাইলেন, তাহারা তাহার মাথা ভাঙ্গিয়া দিল ও অপমান করিল। পরে তিনি আর একজনকে পাঠাইলেন, তাহারা তাহাকে বধ করিল; এবং আর আর অনেকের মধ্যে কাহাকেও প্রহার, কাহাকেও বা বধ করিল; তখন তাঁহার আর একজন মাত্র অবশিষ্ট ছিলেন, তিনি প্রিয়তম পুত্র; তিনি তাহাদের নিকটে শেষে তাঁহাকেই পাঠাইলেন, বলিলেন, তাহারা আমার পুত্রকে সমাদর করিবে। কিন্তু কৃষকেরা পরস্পর বলিল, এইত উত্তরাধিকারী, আইস আমরা ইহাকে বধ করি, তাহাতে অধিকার আমাদেরই হইবে। পরে তাহারা তাঁহাকে ধরিয়া বধ করিল এবং দ্রাক্ষা ক্ষেত্রের বাহিরে ফেলিয়া দিল। সেই দ্রাক্ষা ক্ষেত্রের কর্তা কি করিবেন? তিনি আসিয়া সেই কৃষকদিগকে বিনষ্ট করিবেন, এবং ক্ষেত্র অন্য লোকদিগকে দিবেন। তোমরা কি এই শাস্ত্রীয় বচনও পাঠ কর নাই— যে প্রস্তর গাথকেরা অগ্রাহ্য করিয়াছে, তাহাই কোণের প্রধান প্রস্তর হইয়া উঠিল; ইহা প্রভু হইতেই হইয়াছে, ইহা কি আমাদের দৃষ্টিতে অদ্ভুত? তখন তাহারা (ইহুদীগণ) তাঁহাকে ধরিতে চেষ্টা করিল কিন্তু লোক সাধারণকে ভয় করিল,—কেননা তাহারা বুঝিয়াছিল যে, তিনি তাহাদেরই বিষয়ে সেই দৃষ্টান্ত বলিয়াছিলেন, পরে তাহারা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল (মার্ক-১২:১-১২)"।

উপরোক্ত দৃষ্টান্ত মূলক বাক্যে যীশু দ্রাক্ষাক্ষেত্র দ্বারা "দুগ্ধ মধু প্রবাহী" ফেলিস্তিন দেশ এবং এক ব্যক্তি দ্বারা খোদাতালা, কৃষক শব্দ দ্বারা ইহুদী জাতি এবং দাস শব্দ দ্বারা ইস্রাইলীদের মধ্যে প্রেরিত বিভিন্ন নবী ও ফলের অংশ দ্বারা ইমান ও আমলকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। উপরোক্ত দৃষ্টান্ত বাক্যে "বাকি একজন" দ্বারা যীশু নিজকে বুঝাইয়াছেন। প্রিয়তম পুত্র শব্দ দ্বারা যীশু আল্লাহ তালার নিকট তাহার মর্য্যাদার কথা প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রাগইসলামীয় যুগের প্রায় সকল ধর্মেই ধর্মীয় উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিকে খোদার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিবার বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। প্রচলিত চারি ইঞ্জিলেও খোদার বিশেষ নৈকট্য বুঝাইতে "খোদার পুত্র" শব্দ বহুবার ব্যবহার করা হইয়াছে। মথি প্রণীত ইঞ্জিলের ৫ম অধ্যায়ের বর্ণনায়—যীশু পর্বতে আরোহণ করিয়া সমবেত ইহুদী জনতাকে উপদেশ প্রদান কালে নবমবাক্যে বলিতেছেন—"ধন্য যাহারা মিলন করিয়া দেয়, কারণ তাহারা খোদার পুত্র বলিয়া আখ্যাত হইবে।"

উপরোক্ত দৃষ্টান্ত মূলক বাক্যে পুত্রকে বধ করিয়া দ্রাক্ষাক্ষেত্রের বাহিরে ফেলিয়া দিবার কথা দ্বারা যীশু তাঁহার প্রতি ইহুদীদের নিষ্ঠুর ব্যবহারের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। ইহুদীগণ যীশুমাতা মরিয়মকে অপবাদ দেয় এবং যীশুকে জারজ সন্তান আখ্যা দিয়া দুর্ণাম রটনা করে। অবশেষে তাঁহাকে শূলে দিয়া হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করে। ইহুদীগণ এরূপ ব্যবহার দ্বারা যীশুকে ইহুদীকুল হইতে বহিস্কার করিতে চেষ্টা করে।

যীশু তাঁহার দৃষ্টান্ত মূলক বাক্য দ্বারা প্রকাশ করেন যে, ইয়াকুব নবীর সন্তান ইহুদীগণকে আল্লাহতালা তাহাদের পিতামহ ইব্রাহীমের দেশে পুনঃ স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে আদেশ করিয়াছিলেন যে, তাহারা যেন সর্বদা আল্লাহ তালার অনুগত থাকে এবং তাঁহার আদেশ মত আমল করে। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে ইহুদীগণ আল্লাহ তালার আদেশ লঙ্ঘন করিতে শুরু করিলে যুগে যুগে তিনি তাঁহার নবীগণকে প্রেরণ করিয়া তাঁহার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আদেশ স্মরণ করাইয়া দেন। ইহুদীগণ আল্লার আদেশ পুনঃ স্মরণ করার পরিবর্তে তাঁহার প্রেরিত নবীগণের কাহাকেও অপমান করে এবং কাহাকেও হত্যা করে। অতঃপর আল্লাহতালা ইস্রাইলীদের শেষনবী যীশুকে প্রেরণ করেন। খোদার দরগাহে উচ্চ মর্য্যদার খাতিরে যীশু খোদার পুত্র বলিয়া পরিচিত হন। কিন্তু ইহুদীগণ তাহাদের সাবেক অভ্যাস মতে তাঁহার প্রতিও নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে থাকে। ইহুদীগণ যীশুকে ইস্রাইলী গোষ্ঠি হইতে নির্বাসন দিতে চেষ্টা করে। অতঃপর যীশু প্রকাশ করেন যে, ইহুদীগণের অপরিবর্তনীয় মানসিক পতনের দরুন আল্লাহ তালা তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া অপর একটী গোত্র—যাহারা বহুকাল যাবৎ ইহুদীগণের দ্বারা অবহেলিত হইয়া আসিতেছে অর্থাৎ ইসমাইলীয়গণকে মালাকাতুস সামাওয়াত স্থাপন করিবার দায়িত্ব অর্পণ করিবেন।

উপরোক্ত দৃষ্টান্তে যীশু ইহুদী স্বভাবের যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা সমর্থন করিয়া কোরআনে হাকিম সুরা বাকারার ৪৬ নং আয়াতে ঘোষণা করে—"হে বনি ইস্রাইল, তোমাদের প্রতি আমার প্রদত্ত নেরামতকে স্মরণ কর; এবং স্মরণ কর যে, আমি (আল্লাহ তালা) তোমাদিগকে জগতে ফজিলত দিয়াছিলাম" অতঃপর ৮৬ নং আয়াতে ঘোষণা করে,—"নিশ্চয় আমি মুসা (আঃ)কে কিতাব দিয়াছি এবং তৎপর বহু নবীকে তাঁহার পশ্চাদগামী করিয়া প্রেরণ করিয়াছি এবং মরিয়মের পুত্র ঈসাকে (দঃ) বাইয়েনাত দিয়াছি ও রুহুল কুদুছ দ্বারা সাহায্য করিয়াছি। যখন ঐ প্রেরিত নবীগণ তোমাদের নিকটে আসিলেন তাঁহারা তোমাদের মনঃপূত হইলেন না এবং তোমরা তাঁহাদের বিরুদ্ধাচারণ করিলে। তাঁহাদের কাহাকেও তোমরা মিথ্যুক প্রতিপন্ন করিলে এবং কাহাকেও হত্যা করিলে।"

মালাকাতুস সামাওয়াতের শুভাগমন সংবাদ প্রদান করাই ছিল যীশুর পয়গামের মূল বিষয়। মালাকাতুস সামাওয়াতকেই ইসলামী পরিভাষায় হুকুমাতে ইলাহিয়া বলা হয়। আল্লাহ তালা হজরত ইব্রাহীমকে (আঃ) মালাকুতুস সামাওয়াতের অন্তর্নিহিত গূঢ় রহস্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন (আল-আনআম ৪৭ আঃ)। যীশু ইস্রাইলী জাতিকে হুকুমতে ইলাহিয়ার শুভাগমন সংবাদ দিয়া তাহা গ্রহণ করিবার যোগ্যতা অর্জ্জনের জন্য আহ্বান করেন। যীশু নিজকে ইস্রাইলী জাতির শেষ নবী বলিয়া ঘোষণা করেন এবং প্রচার করেন যে, ইস্রাইলী জাতির মধ্যে অতঃপর আর কোন পয়গম্বর হইবেনা।

এই প্রসঙ্গে যীশু "রাসুলে রাব্বেল আলামীন" অর্থাৎ বিশ্বনবীর শুভাগমন সংবাদের প্রচার করেন। যীশু সমবেত ইহুদী জনতাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন,—"তোমাদের নিকট থাকিতে থাকিতেই আমি এই সকল কথা কহিলাম। কিন্তু সেই পবিত্রাত্মা সহোয্যকারী (বিশ্বনবী) যাঁহাকে পিতা (আল্লাহ তালা) আমার নামে পাঠাইয়া দিবেন, তিনি সকল বিষয়ে তোমাদিগকে শিক্ষা দিবেন। আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা বলিয়াছি সে সকলও স্মরণ করাইয়া দিবেন। আমি তোমাদের নিকট এই সান্ত্বনা রাখিয়া যাইতেছি; আমার নিজের সান্ত্বনা তোমাদের মধ্যে ত্যাগ করিয়া যাইতেছি, জগতবাসী যেরূপ ত্যাগ করিয়া যায় আমি তোমাদের মধ্যে সেরূপ ত্যাগ করিয়া যাইতেছিনা। তোমাদের হৃদয় উদ্বিগ্ন না হউক, ভীতও না হউক। আমি যাহা বলিয়াছি তোমরা শুনিয়াছ। আমি যাইতেছি আবার তোমাদের কাছে আসিতেছি। কারণ পিতা আমা অপেক্ষা মহান। আর এখন, ঘটিবার পূর্বেই আমি তোমাদিগকে বলিলাম, যেন ঘটিলে পর তোমরা ঈমান আন। আমি তোমাদের সহিত আর অধিক কথা বলিব না; কারণ এই বিশ্ব জগতের অধিপতি (বিশ্বনবী) আসিতেছেন, আর আমাতে তাহার তুলনীয় কিছুই নাই। কিন্তু জগৎ যেন জানিতে পারে যে, আমি পিতাকে (আল্লাহ

www.ahlehadeethbd.org

তাদাকে) প্রেম করি, এবং পিতা আমাকে যেরূপ আজ্ঞা দিয়াছেন, আমি সেইরূপ করি। উঠ, আমরা এস্থান হইতে প্রস্থান করি" (যোহন ১৪ঃ ২৫-৩১)।

বিশ্বনবীর পরিচয় বর্ণনা করিয়া যীশু আরও বলেন,—"তোমাদিগকে বলিবার আমার আরও অনেক কথা আছে, কিন্তু তোমরা এখন সে সকল কথা সহ্য করিতে পারিবে না। পরন্তু যখন ঐ সত্যের প্রতীক আসিবেন তখন তিনি তোমাদিগকে সর্বাঙ্গীন হকের দিকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবেন। কারণ তিনি নিজের দিক হইতে কোন কিছুই বলিবেন না কিন্তু আল্লাহ তালার নিকট হইতে যাহা শুনিবেন তাহাই বলিবেন। তিনি আগামী ঘটনা সম্বন্ধে তোমাদিগকে সংবাদ দিবেন। তিনি আমাকে মহিমান্বিত করিবেন" (যোহন ১৬ : ১২-১৪)।

যিশুর পয়গামকে ইঞ্জিল অর্থাৎ সুসংবাদ বলা হয়। যীশুর প্রচারিত ইঞ্জিলের প্রতি বিক্ষুব্ধ হইয়া ইহুদী ধর্ম যাজকগণ তাঁহাকে শূলে দিয়া হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিলে আল্লাহ তাআলা তাহাদের ষড়যন্ত্র বিফল করিয়া যীশুকে জীবন্ত সশরীরে আকাশে উত্তোলন করিয়া নেন।

যীশু আকাশে উত্তোলিত হইবার ৫৭০ বৎসর পর আরব দেশের অন্তর্গত পবিত্র মক্কা নগরীতে ইসমাইলীয় বংশে যীশুর ইঞ্জিলের 'জগৎ অধিপতি' বিশ্বনবী হজরত মোহাম্মদ আলআমীন (দঃ) আবির্ভূত হন। যীশুর বিঘোষিত জগৎ অধিপতির সমর্থনে শেষ ঐশী বাণী কোরআনে করিম নাযেল করা হয়। কোরআনে করিম ঐ জগৎ অধিপতিকে সমর্থন করিয়া ঘোষণা করে,—"[হে মোহাম্মদ (দঃ)]" তোমাকে জগজ্জনের সুসংবাদদাতা ও সাবধান কারী [জগৎ অধিপতি] রূপে প্রেরণ করা হইয়াছে কিন্তু বহুলোক ইহা জানেনা" (সাবা ঃ ২৭ আয়াত)

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হযরত নবী মোস্তফার (দঃ) মে'রাজ

মূল : মওলানা মোহাম্মদ হানীফ নদভী

অনুবাদ : মোহাম্মদ আবদুছ ছামাদ এম, এম

সাধারণতঃ নবুওতের তাৎপর্য হইতেছে—আল্লার একজন বিশিষ্ট বান্দার নৈকট্য ও মর্যাদার এমন স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়া যেখানে অবস্থান করিয়া তিনি আল্লাহ তাআলার যাবতীয় জ্যোতি ও আলোকবর্তিকা সোজাসুজি প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। যেখানে তিনি বিশ্ব পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলার যাবতীয় বরকতপূর্ণ হেদায়তে ঐশ্বর্য মণ্ডিত হন এবং তাঁহার অন্তরলোকে এমন সব জটিল ও দুর্বোধ্য প্রশ্ন সমূহের সমাধান হইয়া যায় যাহা মানুষ তার বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার সাহায্যে হাজার হাজার বৎসরেও সমাধান বাহির করিতে পারে না।

মে'রাজ নৈকট্য ও সান্নিধ্যের অপর একটি অবস্থার নাম। ব্যাপারটি হইতেছে এইরূপ যে, এক রজনীতে যখন আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহম্মদুর রসুলুল্লাহ (দঃ)কে অলৌকিক ক্ষমতাদানে বিভূষিত করিলেন তখন তিনি কাল ও স্থানের দূরত্বের ভেদ রেখা অতিক্রম করিয়া উড়িয়া চলিলেন এবং সেই জ্যোতির পবিত্র মিলনকেন্দ্র 'সিদ্‌রাতুলমুন্‌তাহা'য় শুভাগমন করিলেন, তথায় তিনি দৃষ্টি সংযোগ করিয়া দেখিলেন নৈকট্য ও ভালবাসার পথের প্রশস্ততা কোথা হইতে কোথা পর্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। তথায় তিনি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন পয়গম্বরগণের সহিত বাক্যালাপ করিলেন, জান্নাত ও দোযখের দৃশ্য দর্শন করিলেন এবং ভালমন্দ ও পাপ-পুণ্যের পরিণাম পরিণতি ইন্দ্রীয় গ্রাহ্য আকারে পরিদর্শন করিলেন। প্রত্যাবর্তন কালে তিনি তুহ্‌ফা স্বরূপ আমাদের জন্য 'নামায' নিয়া আসিলেন। নামাযের মধ্যে সেই মে'রাজেরই 'রূহ' প্রবেশ করান হইয়াছে। অর্থাৎ নামাযের মধ্যে প্রত্যেক মুসলমানের তদীয় প্রভু পরওয়ারদেগারের সহিত কথা বলার সুযোগ রহিয়াছে। সে অনুধাবন করিতে পারে যে, মানুষ হওয়া এবং মানসিক দুর্বলতা সত্ত্বেও সে প্রভুর দরবারে উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে।

কোরআন মজীদ মেরাজের ঘটনার চিত্র নিম্নরূপ শব্দপুঞ্জ দ্বারা অংকিত করিয়াছে :

سبحان الذى اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذى بركنا حوله لنريه من ايتنا انه هو السميع البصير -

অর্থাৎ সেই তো তিনি, যিনি সকল প্রকার দুর্বলতা ও ক্লান্তি হইতে পবিত্র। তিনি আপন বান্দাকে রাত্রিকালে মসজিদে হারাম হইতে মসজিদে আকসায় স্থানান্তরিত করিলেন। আর মসজিদে আকসার চতুষ্পার্শ্বের স্থানগুলি আমরা বরকত মণ্ডিত করিয়াছি এই উদ্দেশ্যে যে, আমরা তাঁহাকে আমাদের কুদরত ও ভালবাসার নিদর্শনগুলি দর্শন করাইব। বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলা হইতেছেন সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। (সুরা বনী-ইসরাঈল, ১ম আয়াত)

সুরা আন্‌নজমে হযরত নবী মোস্তফার (দঃ) সেই সকল প্রত্যক্ষদর্শন সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ;

مازاغ البصر وما طغى، لقد راى من ايت ربه الكبرى -

"তিনি যাহা (যে সকল অবস্থা) মে'রাজ রজনীতে দেখিয়াছেন উহাতে কোন ধোকা ছিল না, চোখ-যাহা দেখিয়াছিল তাহা ছিল সঠিক ও বাস্তব। প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি আপন প্রভু পরওয়ারদেগারের বড় বড় নিদর্শনগুলি দেখিয়াছিলেন।" (সুরত আন্‌নজম ১৭--১৮ আয়াত)

www.ahlehadeethbd.org

এই আয়াতগুলিতে সিদরাতুল মুন্তাহারও উল্লেখ রহিয়াছে যাহা নৈকট্য ও ভালবাসার চূড়ান্ত স্থান আর যেখানে কোনও মানুষের প্রবেশাধিকার নাই। এই সম্বন্ধে কোরআনে মজীদ শুধুমাত্র এইটুকু বিশ্লেষণ করিয়াছে ;

عندها جنة الماوى' يغشى السدرة ما يغشى -

"সিদরাতুল মুন্তাহার নিকটে রহিয়াছে জান্নাতুল মা'ওয়া" (অর্থাৎ সিদরাতুল মুন্তাহা জান্নাতের একটি স্থান বিশেষের নাম এবং সেই স্থানটি এমন একটি জ্যোতিঃময় স্থান যেখানে সদাসর্বদা আল্লাহ তাআলার তজল্লী প্রকাশমান)……।

মে'রাজ রজনীতে নবী মোস্তফা (দঃ) কোন্ কোন্ স্থানসমুহের উপর দিয়া অতিক্রম করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রাণ ও চক্ষু কোন্ কোন্ বিচিত্র কুদরত ও ভালবাসার পরশে মুগ্ধ ও পরিতৃপ্ত হইয়াছিল এবং তিনি পয়গম্বরগণের (আঃ) সহিত কোন্ কোন্ স্থানে মোলাকাত করিয়াছিলেন, সেই সকল কথার বিস্তারিত আলোচনা হাদীস ও সীরত গ্রন্থাবলীতে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে তিনটি বিষয় মূলতঃ হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক। (১) মে'রাজের ঘটনা কখন ঘটিয়াছিল ? (২) একজন মানুষের পক্ষে মুহূর্তের মধ্যে এতগুলি স্থান অতিক্রম করা এবং প্রকৃতিগতভাবে কোন বাধাবিপত্তির সম্মুখীন না হওয়া কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে ? এবং (৩) ইহা দ্বারা কি মানুষের মর্যাদা সমুন্নত হয় ?

ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে মে'রাজ হইতেছে হিজরতের পূর্বেকার ঘটনা। সীরত লেখক ও ঐতিহাসিক বিদ্বানগণ এ বিষয়ে ঐক্যমত যে, মে'রাজ ঐ সময়ের ঘটনা যখন মক্কাবাসীগণ কর্তৃক নবী মোস্তাফা (দঃ) সীমাহীন ও বর্ণনাতীত নির্যাতন ভোগ করিতেছিলেন, যখন নিজের জন্মভূমির বিস্তৃতি তাঁহার জন্য সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছিল, যখন ইসলামের বিরুদ্ধে হিংসা-বিদ্বেষ ও আক্রমণমূলক ষড়যন্ত্রের হিড়িক চলিয়াছিল এবং যখন এরূপ অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছিল যে, হয় মুষ্টিমেয় মুসলিম সদা-সর্বদার জন্য ইসলাম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে, নচেৎ ন্যূনপক্ষে তাহারা মক্কা হইতে বহিস্কৃত হইবে ; এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নবী মোস্তফা (দঃ) কিরূপ অন্তর্বেদনায় ব্যাথাতুর হইয়াছিলেন উহার চিত্র-রেখা সূরা বনী ইসরাঈলের অগ্রবর্তী সূরা আন্-নহলের শেষের দিকের আয়তগুলিতে অংকিত হইয়াছে।

আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন ;

واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون -

"হে রসূল ! আপনি সর্বদাই বিরুদ্ধবাদীদের নির্যাতনের উপর ধৈর্যধারণ করিয়া থাকিবেন, বস্তুতঃ আপনি ধৈর্যধারণে সমর্থ হইবেন কেবল আল্লাহর সাহায্যে, আর সেই সকল ধর্মদ্রোহীদের অবস্থার উপর আপনি তাহাদের জন্য দুঃখিত হইবেন না এবং তাহাদের দুরভিসন্ধিগুলি সম্বন্ধেও আপনি নিজের মনকে সংকুচিত করিবেন না। যাহারা সংযম রক্ষা করিয়া চলে, আর যাহারা সৎকর্মশীল রহিয়াছে, নিশ্চয় জানিবেন—তাহাদের সঙ্গে রহিয়াছেন স্বয়ং আল্লাহ।" (সূরত আন্ নহল ১২৭—১২৮ আয়াত)

ঠিক সেই সময়ে কোরাইশদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ নবী মোস্তফাকে (দঃ) কষ্ট দিতেছিল এবং তাহাদের ধারণা মতে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার ফন্দী আঁটিতেছিল। আল্লাহ তাআলা নবী মোস্তফার (দঃ) মানসিক শান্তি ও প্রবোধের জন্য মে'রাজের ব্যবস্থা করিলেন। ইহার মাধ্যমে তিনি সকল বিরুদ্ধবাদীদিগকে বলিয়া দিলেন যে, দেখ ; তোমরা যাঁহার বিরুদ্ধে কোমর বাঁধিয়া আত্মনিয়োগ করিয়াছ, আমার নিকট তাঁহার কি মানসম্ভ্রম ও কত বড় উচ্চাসন ! তোমরা যাঁহাকে মক্কা হইতে বিতাড়িত করিতে চাও তাঁহার আগমন নির্গমন ও জয় বিজয়ের আয়তন কিরূপভাবে যমীন ও আসমানের বিশালতায়

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পরিব্যাপ্ত! মে'রাজের উপলব্ধির এই দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে একথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, সেদ-রার মুসাফিরকে [হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)] সর্ব প্রথম ধরনীর যে স্থানে পৌঁছান হইয়াছিল তাহা ছিল মসজিদে আকসা বা বয়তুল মকদসের বরকতসমৃদ্ধ যমীন। উহার পরিষ্কার তাৎপর্য হইতেছে, কোর আন মজীদ সেই বিদ্রোহী লোকদিগকে সাবধান করিয়া দিতে চায় যে, তোমরা ভয় করিতেছ— না জানি মক্কার সীমাবদ্ধ নেতৃত্ব ও প্রাধান্য তোমাদের হাত ছাড়া হইয়া যায়। অপরপক্ষে আল্লাহ তা'আলা চান যে, পয়গম্বরগণের সেই জন্ম ও লীলাভূমি বয়তুল মকদস পর্যন্ত- ইসলামের পদচিহ্ন অংকিত হইয়া যায়!

একথা সন্দেহাতীত যে, মে'রাজের উপলব্ধির পথে স্থান ও কালের গণ্ডিসমূহ অন্তরায় সৃষ্টি করিতে পারে কারণ একথা দৃশ্যতঃ বোধগম্য নয় যে, রাত্রির কয়েক মুহূর্ত সময়ের মধ্যে এমন বিস্তৃতি ও প্রশস্ততাকে সংক্ষিপ্ত ও কেন্দ্রীভূত করা যাইতে পারে যাহাতে ভ্রমণ ও কথোপকথনের বিস্তারিত ব্যাপার সংঘটন সম্ভব বলিয়া মনে করা সম্ভব সময় অতিবাহিত হওয়ার একটা নির্দিষ্ট নিয়ম রহিয়াছে আর উহা এরূপ সসীম যে উহাতে প্রশস্ততার অবকাশ আদৌ নাই। অনুরূপভাবে যমীনের মধ্যাকর্ষণ এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক নিয়মাবলী রহিয়াছে। যাহা সাধারণতঃ স্বাভাবিক নিয়মেই সদা সক্রিয় থাকে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, রসূলুল্লাহ (দঃ) ঐ সকল নিয়মনিয়ন্ত্রিত বস্তুগুলিকে কেমন করিয়া তাঁহার আয়ত্বাধীনে আনিতে সক্ষম হইলেন?

উত্তরের জন্য খুব বেশী সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়োজন নাই। বিষয়টি খুবই পরিষ্কার। প্রথমতঃ ইহা একটি সাধারণ ঘটনা নহে, আর ইহা কাযা ও কদরের এরূপ কোন প্রকাশও নহে যাহা সুবিদিত ও সুপরিচিত, বরং ইহা একটি অসাধারণ অলৌকিক ব্যাপার।

দ্বিতীয়তঃ ইহা একজন মানুষের উড়িয়া যাওয়া নয়, বরং একজন খাস বান্দার উড়িয়া যাওয়ার কথা যাহাকে আল্লাহ তা'আলা আপন খাস কুদরতে নৈকট্য ও মর্যাদার সুউচ্চ মহিমায় গৌরবান্বিত করিয়াছেন। অতএব এরূপ চিন্তা করা সঙ্গত হইবে না যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) স্বভাবের সীমা ও নিয়মগুলি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া অগ্রসর হইতে পারেন কি না বরং দেখিতে হইবে যে, প্রভু পরওয়ারদেগার যিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কায়েম করিয়াছেন এবং যাঁহার ইচ্ছা ও কুদরতে দুনিয়া জাহান অস্তিত্বে আসিয়াছে তিনি ইচ্ছা করিলে এই সকল নিয়ম কানুনের নিগড় ছিন্ন করিতে সক্ষম কি না। তিনি মনে করিলে কি কালের প্রশস্ততাকে সংকুচিত করিতে সক্ষম নহেন? তাঁহার ইচ্ছা হইলে কি মাটির তৈরী দেহ আরশের উচ্চতমস্তরে উড়িয়া বেড়াইতে পারে না?

যখন আমরা আল্লাহ তা'আলাকে এবং তাঁহার কুদরতগুলিকে স্বীকার করিয়া লইয়াছি অথচ জ্ঞান ও বোধশক্তির সকলগুলি অবলম্বনই উহার ধ্যান ধারণা করিতে অসমর্থ রহিয়াছে, আর আমরা ইহাও স্বীকার করিয়া লইয়াছি যে আল্লাহ তাআলা আপন মনোনীত ও সুনির্বাচিত বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিগণের সহিত বাক্যালাপও করিয়া থাকেন অথচ মানুষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় নবুওত ও রিসালতের হকীকতগুলি অনুধাবন করার কোন উপকরণ নাই, কাজেই নবুওতের একটি বিশেষ স্তর সদৃশ মেরাজকে মানিয়া লওয়ার মধ্যে এমন কি মুশকিল রহিয়াছে?

ইহা বাস্তব ঐতিহাসিক ঘটনা যে, এই মসলায় হযরত আবুবকর (রাঃ) হইতে অধিক বিজ্ঞজনোচিত জওয়াব দেওয়ার সাধ্য আর কাহারও নাই থাকিতেও পারে না। তাঁহাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইল যে, আপনি কি এই ব্যাপারেও আপনার পীর ও মুরশিদের তসদীক করিবেন? এই বারে

তো তিনি এক ভ্রমণ ও উড়নে আসমান পর্যন্ত নাকি ঘুরিয়া আসিলেন! তখন তিনি যে জওয়াব দিয়াছিলেন তাহা ছিল এই; "কেন তসদীক করিব না? আমি তো ইহা হইতেও অধিক মুশকিল হকীকতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ফেলিয়াছি! আর সেই হকীকত হইতেছে মোহাম্মদ মোস্তফার (দঃ) নবুওতের উচ্চাসনে সমাসীন হওয়া।"

মে'রাজ সম্পর্কে এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর আমাদের এখন ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন যে, উহা দ্বারা কি মানুষের মান-মর্যাদায় কিছু উন্নতি সাধিত হয়?

ইসলামী শিক্ষার ইহা একটি বুনিয়াদী মসলা যে, মানুষ সৃষ্টির সেরা আর তাহারা এই ভূমণ্ডলে আল্লাহ তাআলার একচ্ছত্র প্রতিনিধি ও খলীফা। মানুষের চিন্তা ও আচরণ মূলতঃ অতীত পদস্খলন ও পাপে ভারাক্রান্ত নহে বরং উহা সোজাসুজি পবিত্রতা ও উচ্চ প্রকৃতি সহকারে সৃষ্ট। মানুষ সম্বন্ধে ইসলামের ইহাই সেই স্পষ্ট ধারণা যাহাতে তাহাদিগকে অন্যান্য সকল সৃষ্ট জীব হইতে পৃথক করা হইয়াছে এবং ইসলাম সৃষ্টি-জগতে মানবজাতির মান উন্নয়ন করিয়াছে।

মে'রাজের তাৎপর্য হইতেছে, মানুষের রূহানী তরক্কীসমূহের সীমা হইতে সুপ্রশস্ত লা-মকান পর্যন্ত বিস্তৃতি। যদিও বান্দা মানুষ কিন্তু তা সত্বেও তাহার ভ্রমণ ও বাক্যালাপের পরিসর অসাধারণ। যখন মানুষ নিজের প্রবৃত্তিগুলিকে আল্লাহ তাআলার আজ্ঞাবহ করিয়া দেয় এবং তাহার প্রকৃত বান্দা ও দাসে রূপান্তরিত হয় তখন জিজ্ঞাসা করার আবশ্যক নাই যে, ইহা তাহার কোন্ কোন্ পারিতোষিকের উপযোগী সাব্যস্ত হয় এবং তাহাকে কোন্ কোন্ মানমর্যাদার উচ্চাসনে সমাসীন করা হয়। ইহাই হইতেছে মে'রাজের প্রকৃত স্বরূপ ও দর্শন।

রসূলুল্লার (দঃ) জিহাদে গুপ্ত-বার্তাবহের ভূমিকা

[চয়ন]

—মোহাম্মদ আবদুর রহমান

অবতরণিকা :

সমর অভিযানে ও রাজ্য-শাসনে গুপ্ত-বার্তাবহের ভূমিকা অপরিসীম। একথা আজকের দিনে যেমন সত্য, অতীতেও ছিল তেমনি সত্য। হয়ত বর্তমান জটিলতর সমাজ ব্যবস্থায় এর ক্ষেত্র প্রশস্ততর, কর্তব্যের দিগন্ত বিস্তৃততর, টেকনিক নবতর, পদ্ধতি জটিলতর। তাই এ বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন হয় বিশেষ শিক্ষার—সবিশেষ অভিজ্ঞতার।

নবী মোস্তফা (দঃ) যে পয়গাম নিয়ে পৃথিবী আগমন করেছিলেন এবং যে ব্রত উদযাপন ক'রে তিনি বিদায় গ্রহণ করেছেন অন্যান্য বহু ধর্মপ্রবর্তক ও প্রচারকের ন্যায় তা শুধু পারলৌকিক মুক্তির উপায় প্রদর্শন ও বারতা পৌঁছানর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না; দীন ও দুনিয়া, পরলোক ও ইহলোক, অতীন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, আসমানের সমাচার ও যমীনের হাল-হকীকৎ এবং আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষীভূত বাস্তবতার অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল তাঁর প্রচারিত শিক্ষায়। রসূলুল্লাহ (দঃ) একদিকে যেমন ছিলেন পারলৌকিক মুক্তি ও খুশ্খবর বার্তাবহ, অপর দিকে তেমনি ছিলেন পার্থিব জীবনে মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ সত্তার চলতি পথে আদর্শ পথিকৃৎ। অনন্ত সম্ভাবনা-গর্ভ ও বৈচিত্র-মণ্ডিত মানব জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিভিন্ন স্তর ও বিভিন্ন মানের জন্য তিনি রেখে গেছেন উপযোগী আদর্শ, এঁকে গেছেন তাঁর সুস্পষ্ট, পদচিহ্ন—যেন সব দেশের সব যুগের লোক সেই চিহ্ন-লক্ষ্য করে ও সেই নমুনা সামনে রেখে মানবজীবনের চরম লক্ষ্য-কেন্দ্রের দিকে এগিয়ে চলতে পারে স্বচ্ছন্দ গতিতে; কোন জায়গাতেই থমকে দাড়িয়ে যেন হতভম্ব ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় না হতে হয়, নিরাশ আঁধারে উদ্বেগ-আকুল মনে যেন অসহায় পাথারে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করতে না হয়, এখান থেকে পথ কোন দিকে ?

রসূলুল্লার (দঃ) নবুওতী জীবনের সুদীর্ঘ ১৩ বৎসর কাটে স্বীয় জন্মস্থান মক্কা নগরে জালিমদের নিষ্করুণ অত্যাচারের দুঃসহ পরিবেশে। তাঁর ব্যক্তি-জীবন ও তবলীগী তৎপরতার সুন্দর আদর্শের সন্ধান মিলবে এখানে—কিন্তু মিলবেনা সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনের আদর্শ। হিজরতের পর মদীনাকে কেন্দ্র ক'রে নব সমাজগঠন, রাষ্ট্র পরিচালনা এবং শাসন-ব্যবস্থার কাজ শুরু হয়। মানব জীবনের বহু বিচিত্র ক্ষেত্রে আদর্শের পূর্ণতম ও সুন্দরতম রূপায়ণ ঘটে এখানে।

মদীনাতুন্নবীকে কেন্দ্র ক'রে যে নব রাষ্ট্রের সূচনা হয় প্রথম হিজরীতে, শনৈ শনৈ তার পরিধি বিস্তৃত হতে থাকে। রসূলুল্লার (দঃ) জীবদ্দশায় অর্থাৎ মাত্র ১০ বৎছরের সঙ্কীর্ণ পরিসরে সেই ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের যে বিস্তৃতিলাভ ঘটে আয়তনের দিক দিয়ে তার তুলনা চলে রাশিয়া বাদে গোটা ইউরোপের সঙ্গে। এত অল্প সময়ের মধ্যে এই অসামান্য এবং অনুপম সাফল্যের মূলে আল্লার অপরিসীম অনুগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে মানবীয় যে কর্মতৎপরতা ক্রিয়াশীল ছিল তার মধ্যে গুপ্ত বার্তাবহের মাধ্যমে শত্রুপক্ষের গোপন তথ্য সংগ্রহের গুরুত্ব নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর নয়।

হিজরতের প্রাক্কালে :

মদীনায় প্রতিষ্ঠিত এই ক্ষুদ্র নব্য সাধারণতন্ত্রটির উচ্ছেদ সাধনের জন্য দুশমনের দল একের পর এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। সেই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করবার জন্য গোপনে শত্রুপক্ষের বার্তা সংগ্রহের যে ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় আমাদের কাহিনীর শুরু মুখ্যতঃ সেখান থেকেই।

www.ahlehadeethbd.org

কিন্তু তারও পূর্বে মক্কা থেকে হিজরতের প্রাক্কালে রসূলুল্লার (দঃ) প্রাণনাশের জন্য যে গভীর ষড়যন্ত্র করা হয় তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার পশ্চাতেও আমরা দেখতে পাব গুপ্তচরের এক মহান ভূমিকা।

মহানবী মক্কায় তাঁর তবলীগের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন প্রথমে গোপনে, তারপর প্রকাশ্যে। রহমতের মূর্ত প্রতীক সর্বত্র সকলের প্রতিই করলেন নম্র মধুর ব্যবহার। কিন্তু পেলেন নির্মমতম আঘাত। তীর্থযাত্রা উপলক্ষে প্রতি বছর মদীনার লোক সমবেত হতো মক্কায়। রসূলুল্লাহ তাদের কাছেও গেলেন, আল্লার বাণী শুনালেন। তাদের মনে দাগ কাটল, তারা কিছু কিছু করে দীক্ষা নিতে লাগলেন ইসলামে। মদীনায় ফিরে গিয়ে তাঁরা নিজেরাই ইসলামের প্রচার শুরু করলেন। সেখানেও অনেকেই ইসলাম কবুল করলেন। প্রতি বৎসর তারা মক্কায় আসেন, রসূলুল্লাহ এবং তাঁর মুষ্টিমেয় অনুসারীদের অমানুষিক অত্যাচার এবং অকথ্য নির্যাতনের কথা শুনতে পান। প্রিয় রসুলের প্রতি তাদের অকৃত্রিম অনুরাগের কারণে তাদের দরদী হৃদয়ে ওঠে বেদনার ঝড়। তারা তাঁকে নব দীক্ষিত মুসলিম সহ আহ্বান জানান মদীনায় হিজরত করতে। হিজরতের কয়েক মাস পূর্বে ৭২ জন মদনী তীর্থযাত্রী আকাবা প্রান্তরে রসূলুল্লার (দঃ) হাতে হাত রেখে শপথ করেন। শপথে তারা আল্লাহকে সাক্ষ্য রেখে অঙ্গীকার করেন, "জীবনে মরণে আমরা আপনার চিরসাথী হয়ে থাকব, আপনাকে এবং মুহাজির মুসলমানদেরকে আমরা হেফাযতে রাখব, আপনাদের সঙ্গে ঠিক তেমনি ব্যবহার করব যেমন আমরা করে থাকি নিজেদের পিতামাতা, ভাই ভগ্নি এবং সন্তান সন্ততিদিগের সঙ্গে। ইসলামের জন্য, আল্লার জন্য এবং আল্লার রসুলের (দঃ) জন্য আমরা আমদের জান মাল কুরবান ক'রে দেব।"

এর পরই দয়ার নবী প্রথমে সাহাবাদেরকে একে একে হিজরত করার আদেশ প্রদান করেন। তিন চার মাসে প্রায় সব মুসলমান মদীনায় গিয়ে আশ্রয় নিলেন। বাকী রইলেন রসূলুল্লাহ (দঃ) স্বয়ং, হযরত আবুবকর (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ) এবং আর দু একজন। কুরেশরা বুঝতে পারল এবার পাখী হাত ছাড়া হচ্ছে, মদীনায় গিয়ে শক্তি সঞ্চয় করবে। তারা ধারণা করল তারপরই তারা এতদিনের অনাচার অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে এগিয়ে আসবে—বাপ-দাদার ধর্মত্যাগে তাদেরকে বাধ্য করবে।

কুরেশদের ব্যর্থ ষড়যন্ত্র:

কুরেশ প্রধানরা তাদের ভবিষ্যৎ ভেবে চিন্তিত এবং উদ্বিগ্ন হ'ল। তারা কর্তব্য নির্ধারণের জন্য একটা পরামর্শ সভা আহ্বান করল এবং দীর্ঘ আলোচনার পর একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। রসূলুল্লাহ (দঃ) গুপ্তবার্তাবহের মারফত সঙ্গে সঙ্গে সেই ভয়াবহ সিদ্ধান্তের সংবাদ পেয়ে গেলেন। সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, সেদিনের রাত্রেই মোহাম্মদের গৃহ অতর্কিত ভাবে ঘেরাও ক'রে তাকে হত্যা করতে হবে, কোন এক গোত্রের নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি হত্যা করবে না—প্রত্যেক গোত্রের একজন নির্ধারিত সাহসী বীর মোহাম্মদের দেহে একই সঙ্গে আঘাত হেনে তাকে হত্যা করবে। তাতে এই হত্যার জন্য সব গোত্রই দায়ী হবে, ফলে মোহাম্মদের গোত্রের পক্ষে প্রতিশোধ গ্রহণের হিম্মত হবে না, চিরাচরিত প্রথায় এর ফলে রক্তগঙ্গা প্রবাহিত হবে না।

সংবাদ পেয়ে নবী (দঃ) ক্ষণিকের জন্য ভাবিত হলেন, এল ওহী—তিনি আল্লার তরফ থেকে প্রত্যাদেশ পেলেন মদীনায় হিজরত করার জন্য। ওহী পেয়েই দ্বিপ্রহরে প্রখর সূর্য কীরণের খরতাপ অগ্রাহ্য করে তাঁর চিরসহচর হযরত আবু বকরের বাড়ীর দিকে তিনি ছুটে চললেন। তাঁকে সমস্ত অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকেফহাল ক'রে হিজরতের সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ক'রে ফেলতে বললেন। তারপর রাত্রির আঁধারে সকলের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ ক'রে তিনি গৃহ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন। মক্কাবাসীগণকর্তৃক হযরতের নিষ্ক্রমণের রহস্য উদঘাটনের শত চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল, একশত উষ্ট্র পুরস্কার দানের ঘোষণাও মাঠে মারা গেল।

www.ahlehadeethbd.org

বদর যুদ্ধঃ

রসূলুল্লাহ (দঃ) নিরাপদে মদীনায় পৌঁছার এবং ক্রমে ক্রমে তাঁর শক্তি বৃদ্ধি হওয়ার সংবাদ কোরেশদের কানে গেল। কুরপতির বিপদ গণল। তারা বুঝতে পারল মুসলমানদের সংখ্যা এবং মোহাম্মদের শক্তি ক্রমেই যেরূপ বেড়ে চলেছে তাতে সক্রিয় বাধা দিতে না পারলে অচিরে কুরেশদের সম্মুখে সমূহ বিপদ উপস্থিত হবে। তাদের বাপ দাদার ধর্ম যাবে, ঐতিহ্য নষ্ট হবে, প্রাধান্য লুপ্ত হবে। সুতরাং মোহাম্মদের বিরুদ্ধে অতি শীঘ্র সামরিক অভিযান চালাতে হবে। কিন্তু যুদ্ধ করতে হলে অর্থের প্রয়োজন, অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন। এই দুই প্রয়োজন মিটানর জন্য আবু সুফীয়ানের নেতৃত্বে এক বিরাট কাফেলা বাণিজ্য সম্ভার নিয়ে সিরিয়ার দিকে রওয়ানার জন্য প্রস্তুত হ'ল। হযরতের অন্যতম চাচা হযরত আব্বাস তখন মক্কায়। ইসলামের সুশীতল ছায়া তলে তখনও তিনি আশ্রয় গ্রহণ করেন নি, কিন্তু ভ্রাতুষ্পুত্রের জন্য শুভেচ্ছা তাঁর অন্তর জুড়ে। তাঁর অমঙ্গল তাঁর নিকট অসহ্য। তাই তিনি স্থির থাকতে পারলেন না। অতি সংগোপনে কাসেদ মারফত চিঠি পাঠিয়ে তাঁকে অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকেফহাল করলেন।

সংবাদ পেয়ে রসূলুল্লাহ (দঃ) মুসলমানদের একটি দল নিয়ে মক্কার বাণিজ্য কাফেলাকে বাধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ইয়াম্বু বন্দরের পথে যুল-উশায়রা পর্যন্ত অগ্রসর হলেন। কিন্তু দেখা গেল সেখানে পৌঁছার পূর্বেই মক্কার কাফেলা সে মনযিল অতিক্রম করে গেছে। হযরত তাদের অনুসরণের জন্য দুজন গুপ্তচর পাঠালেন এদের নাম তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ এবং সাঈদ ইবনে যায়দ। তাঁরা ছদ্মবেশে সিরিয়া পর্যন্ত গেলেন। তাদের গতিবিধি, উদ্দেশ্য, কর্মসূচী এবং প্রত্যাবর্তন কাল সম্বন্ধে সমুদয় তথ্য সংগ্রহ করে তারা রসূলুল্লাহকে (দঃ) অবহিত করার জন্য মদীনায় ফিরে এলেন। কিন্তু তিনি ইতিপূর্বেই অপর সূত্রে কাফেলার প্রত্যাবর্তন সংবাদ পেয়ে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ৩১৩ জন বীর মুজাহিদ সঙ্গে নিয়ে বদরের দিকে রওয়ানা হয়ে গেছেন।

আবু সুফীয়ান এই সময়ে কাছাকাছি কোন পথ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। হযরতের মুজাহিদ বাহিনী সহ বহির্গত হওয়ার সংবাদ পেয়ে তিনি সমুদ্র তীরের পথে কাফেলার গতির মোড় ঘুরিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করলেন। ওদিকে আবুজেহল মক্কা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার কবীলাদের মধ্য থেকে সংগৃহীত এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাদের সঙ্গে একত্রিত হল। রসূলুল্লাহ (দঃ) নিয়োজিত গুপ্তচর মারফত কাফেরদের এই মিলিত বাহিনীর সংবাদ পেলেন। তিনি এ সংবাদও পেলেন যে, কাফেররা বদর প্রান্তরের দিকে এগিয়ে আসছে। বদরের তিন দিকে পাহাড়, এরই এক পাহাড়ে আছে একটি ক্ষুদ্র ঝর্ণা। এই ঝর্ণার উৎসমুখ যে দল অধিকারে রাখতে পারবে এই বিজন প্রান্তরে তাদের পানি সম্বন্ধে আর কোন ভাবনা থাকবে না। তাই কুরেশরা সেই ঝর্ণা দখল করার পূর্বেই মুসলিম বাহিনী অতি দ্রুতগতিতে সেখানে পৌঁছে ঝর্ণাটি দখল করে নিলেন।

এখানে শিবির সন্নিবেশ ক'রেই রসূলুল্লাহ (দঃ) সর্ব প্রথম শত্রুপক্ষের সংবাদ সংগ্রহের জন্য হযরত আলী এবং হযরত যুবাইরের অধীনে কয়েক জন লোক প্রেরণ করলেন এরা গিয়ে দুজন কুরেশকে ধরে আনলেন। কুরেশ বাহিনী সম্পর্কে দুজনকে নানা প্রকার জিজ্ঞাসাবাদ করা হ'ল সঠিক উত্তর তারা এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করে। রসূলুল্লাহ (দঃ) তখন নামাযে মগ্ন ছিলেন নামায অন্তে তিনি স্বয়ং তাদের প্রশ্ন করতে শুরু করলেন বললেন 'কুরেশরা এখন কোথায়?' পাহাড়ের অপর পার্শ্বে জওয়াব দেয় তারা। 'তাদের সংখ্যা কত?' জিজ্ঞেস করেন হযরত। 'জানিনা', উত্তর দেয় তারা।

হযরত: 'আচ্ছা তা নাই বা জানলে। দৈনিক কটা ক'রে উট জবাই হয় এটাতো নিশ্চয় জানো।' কুরেশ: 'কোন দিন ১০টি, কোন দিন ৯টি।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

রসূলুল্লাহ (দ:) এর থেকে ধরে নিলেন, প্রতি ১ শত জনের জন্য ১টি করে উট, সুতরাং তাদের সৈন্য সংখ্যা ৯শত থেকে ১ হাজার। প্রকৃতপক্ষে তাদের সংখ্যা ছিল ৯৫০।

যুদ্ধ হ'ল। মুসলিম দল সহজে এবং অতি শীঘ্র জয়লাভ করলেন। ইসলামের ইতিহাসে এই প্রথম যুদ্ধের বিজয় গৌরব মুসলমানদের অগ্রগতিকে সহজসাধ্য করল—তাদের ভবিষৎ সাফল্যের সিংহদ্বার উন্মুক্ত করে দিল। আল্লার অপার অনুগ্রহ এবং মুসলমানদের আধ্যাত্মিক কারণ ছাড়া যে সব মানবীয় সাধ্য সাধনা ও তৎপরতা এ সাফল্যকে উজ্জীবিত করে তুলেছিল, গোপন সূত্রে শত্রুপক্ষের মতলব ও গতিবিধির সংবাদ সংগ্রহ তন্মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য এবং এ তৎপরতার গুরুত্বও অনস্বীকার্য্য।

ওহুদ যুদ্ধের পূর্বে হযরতকে দুটি ক্ষুদ্র অভিযান প্রেরণ করতে হয়। একটি কারকারাতুল কাযীরে, অপরটি মদীনার বনি নাযীরের নেতা কাব ইবনে আশরাফের বিরুদ্ধে। এই দুই অভিযানেও মুসলিমরা সাফল্য অর্জন করেন আর সে সাফল্যের মূলেও ছিল গুপ্তচর কর্তৃক গোপন সংবাদ সরবরাহের কৃতিত্ব।

ওহুদ যুদ্ধে (৩য় হিজরী):

বদর যুদ্ধের গ্লানিকর পরাজয়ের অপমান হজম করা কুরেশদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠল না। তারা প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য খুব তোড়জোড়ের সঙ্গে সমর প্রস্তুতি শুরু করে দিল। হযরত আব্বাস পূর্ববৎ গোপনে সংবাদ পাঠালেন। রসূলুল্লাহ (দ:) সেইভাবে তাদের মুকাবিলার জন্য প্রস্তুত হলেন। শত্রুদলে ৩ হাজার সশস্ত্র সৈন্য। তারা মদীনার নিকটস্থ ওহুদ পাহাড়ের উত্তরপূর্ব কোণে পৌঁছে সৈন্য সন্নিবেশ করল। হযরত প্রথমে দুজন গুপ্তচর প্রেরণ করে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করলেন। তারপর তাঁর নির্দেশে আল হুবর ইবনে মুনযীর ছদ্ম-বেশে শত্রুশিবিরে তাদের সৈন্য সংখ্যা, সমর-সজ্জা প্রভৃতির সঠিক তথ্য নিয়ে এলেন।

ওহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে। বিপর্যয়ের কারণ যুদ্ধ ক্ষেত্রে সৈন্যদের নিজেদের বিবেচনা অনুসারে ভ্রান্ত পন্থা অবলম্বন।

ওহুদ যুদ্ধের পর কুরেশদের প্ররোচণায় মুস্তালিক গোত্র মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। রসূলুল্লাহ (দ: বুরায়দা ইবনে আলহুসাইব আসলামীকে গুপ্তচর নিযুক্ত ক'রে গোপন তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করেন। তাঁর সংগৃহীত সংবাদের উপর ভিত্তি ক'রে নবী মোস্তফা স্বয়ং এক হাজার মুজাহিদ নিয়ে দুমাতুল জন্দলের দিকে অগ্রসর হন। মুসলিম বাহিনীর আকস্মিক ও অভাবিত এবং তেজদৃপ্ত অগ্রগতির সংবাদে বনি মুস্তালিক ছত্রছিন্ন হয়ে পলায়ন করে। এইভাবে তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে যায়।

[আগামী বারে সমাপ্ত]

www.ahlehadeethbd.org

জিজ্ঞাসা ও উত্তর

ফজরের সুন্নতের মসআলা

প্রশ্ন ঃ

আমরা দীর্ঘকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি যে, ফরয নামাযের ইকামত হওয়ার পর কোন প্রকার সুন্নত নামায পড়া বৈধ নহে। কিন্তু কোন কোন মসজিদে জামা'আত শুরু হওয়ার পরও ফজরের সুন্নত পড়িতে দেখা যায়, আবার অনেক জায়গায় দেখা যায় যে, ইকামত হওয়া মাত্র তাহারা সুন্নত ভঙ্গ করিয়া জামা'আতে শামিল হইয়া যায়। কাজেই আমাদের প্রশ্ন এই—ইকামত আরম্ভ হওয়ার পরে ফজরের সুন্নত পড়া জায়িয কি না? ইকামতের পূর্বে সুন্নত শুরু' করা হইলে এবং সুন্নত পড়িতে থাকা কালে ইকামত শুরু' হইলে কী করিতে হইবে? ফজরের সুন্নত ফরযের পূর্বে পড়া না হইলে উহা কখন পড়িতে হইবে? সহীহ হাদীস মুতাবিক জওয়াব দিয়া বাধিত করিবেন।

উত্তর ঃ

হযরত আবু হুরায়রা রাঃর যবানী বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন ঃ

اذا اقيمت الصلوٰة فلا صلوٰة الا المكتوبة ـ

"যখন কোন ফরয নামায সম্পাদিত হইতে থাকে তখন ঐ ফরয নামায ব্যতীত অন্য কোন নামায নাই।" সহীহ মুসলিম (১), ২৪৭ পৃঃ।

এই প্রসঙ্গে ইমাম নববী বলেন, মু'অযযিন ইকামত আরম্ভ করিলে যে ফরয নামাযের জন্য ইকামত বলা হয় সেই ফরয নামায ছাড়া আর যে কোন নামায পড়া মকরূহ।

আবদুল্লাহ ইবন মালিক রাঃর যবানী বর্ণিত আছে, ফজর নামাজের ইকামত হওয়াকালে রসূলুল্লাহ সঃ একজন লোককে ফজরের সুন্নত পড়িতে দেখিয়া বলেন, "তুমি ফজরের চারি রাক্'আত পড়িবে?" —মুসলিম (১) ২৪৭ পৃঃ

ইমাম নববী বলেন, ইহার তাৎপর্য এই যে, ইকামতের পরে ফজরের সুন্নত পড়া চলিবে না। (ঐ টীকা)

আবু হুরায়রা রাঃর এই হাদীস প্রসঙ্গে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, কোন একজন সাহাবী জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ

يارسول الله ولا ركعتى الفجر؟ قال ولا ركعتي الفجر ـ

"(ইকামতের পর) ফজরের দুই রাক্'আত সুন্নতও পড়া চলিবেনা? হুযুর সঃ বলিলেন, (জামা'আত শুরু হওয়ার পর) ফজরের দুই রাক্'আতও পড়া চলিবেনা।"—আস্-সুনানুল কুবরা (২) ৪৮৩ পৃঃ

হাফিয ইবনে হজর আস্কালানী ইহার সনদকে হাসান বলিয়াছেন।—ফতহুলবারী (২), ১০২ পৃষ্ঠা।

ইমাম বুখারী রহঃ উক্ত হাদীসটি তর্জমাতুল বাবে উল্লেখ করিয়াছেন এবং খাস করিয়া ফজরের দুই রাক্'আত সুন্নত 'জামা'আত শুরু হওয়া অবস্থায়' পড়া চলিবেনা—এই মর্মে একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন (বুখারী, ফতহুলবারী সহ (২) ১০২ পৃঃ)। হযরত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ইবনে ওমর রাঃ হইতেও হযরত আবু হুরায়রা রাঃ-র অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

মুসনদে তায়ালেসীতেও এই মর্মে একটি হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। হাদীসটি এই :

حدثني ابوعامر عن ابن ابى مليكة عن ابن عباس : قال كنت اصلي واخذ المؤذن فى الاقامة فجذبنى النبى صلي الله عليه وسلم وقال اتصلي الصبح اربعا ؟

"আবু দাউদ তায়ালেসী বলেন, আমার নিকট আবু আমের—আব্দুল্লাহ বিন মুলাইকা হইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ হইতে রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, ইবনে আব্বাস রাঃ বলিয়াছেন,

"আমি (একদিন ফজরের সুন্নত) নামায পড়িতেছিলাম, মুয়াযযিন ইকামত শুরু করিয়াছিলেন তখন রসূলুল্লাহ সঃ আমাকে টানিয়া লইলেন এবং বলিলেন, তুমি কি ফজরের নামায চারি রাক্'আত পড়িবে ?"

ইমাম হাকিম এই হাদীসটি মুসতাদরকে উধৃত করিয়াছেন। [(১) ৩০৭ পৃঃ] ইমাম হাকিম ও হাফিয যহবী উভয়েই এই হাদীসকে সহীহ বলিয়াছেন।

যাহারা ফজরের ইকামত শুরু' হওয়ার পর সুন্নত পড়া জায়িয বলেন তাহাদের বক্তব্য নিম্নরূপ :

হযরত আবু হুরায়রা রাঃ-র যবানী বর্ণিত আছে, নবী সঃ বলিয়াছেন,

اذا اقيمت الصلوة فلا صلوة الا المكتوبة الا ركعتى الفجر ٠

"ইকামতের পর কোন নামায নাই......কিন্তু ফজরের দুই রাক্'আত সুন্নত।"—বয়হকী (২) ৪৮২ পৃঃ অর্থাৎ ইকামতের পরও ফজরের দুই রাক্'আত সুন্নত পড়িতে পারা যায়। কিন্তু হাদীসের অংশ الا ركعتى الفجر সম্বন্ধে হাফিয ইমাম ইবনুল কাইয়েম বলিয়াছেন :

هذه الزيادة كاسمها زيادة فى الحديث ليس لها اصل ٠

"এই অংশটি প্রকৃতই অতিরিক্ত। ইহার কোনও ভিত্তি নাই।"—ই'লামুল মুওয়াক্কেয়ীন, (২), ৪২৯-৩০ পৃঃ।

হাফিয আবদুর রউফ মানাভী বলিয়াছেন :

واما زيادة الا ركعتى الفجر في خبر فلا صلوة الا المكتوبة 'الا ركعتى الفجر' فلا اصل لها ٠

হাদীসে 'ফজরের দুই রাক'আত ছাড়া' বলিয়া যাহা উক্ত হইয়াছে তাহার কোন ভিত্তি নাই।—ফয়যুল কাদীর শরহে জামে' সগীর (১) ২৯৩ পৃঃ। ইমাম বয়হকীও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

শায়খ সলীমুল্লাহ হানাফী 'মুওয়াত্তা ইমাম মালেকের' শরাহ এবং আল্লামা নূরুদ্দীন মজমূআত নামক কেতাবেও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

কেহ কেহ উক্ত আমলের সমর্থনে এই হাদীস পেশ করিয়া থাকেন যে, রসূলুল্লাহ সঃ ফজরের দুই রাকআত সুন্নত সম্বন্ধে বলিয়াছেন ;

لا تدعوهما وان طردتكم الخيل

"শত্রু-সৈন্য তোমাদিগকে তাড়াইতে থাকিলেও তোমরা ঐ দুই রাকআত ছাড়িও না।" হাদীসটি আবু হুরায়রা কর্তৃক বর্ণিত।—আবু দাউদ (১) ১৭৯ পৃষ্ঠা।

এ সম্পর্কে প্রথম কথা এই যে, হাদীসটি সনদের দিক দিয়া ত্রুটিপূর্ণ। অধিকন্তু হাদীসটি ফজরের দুই রাক'আত সুন্নত পড়ার তাকীদ বুঝা যায় মাত্র। কিন্তু ইহা হইতে প্রমাণিত হয় না যে, ইকামতের পরেও উহা পড়িতে হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কেহ কেহ হযরত ইবনে মসউদ এবং দুই একজন তাবেয়ী হইতে ইকামতের পরও ফজরের দুই রাকআত সুন্নত পড়ার কথা উল্লেখ করিয়া থাকেন। কিন্তু যখন রসুলুল্লাহ (দঃ) হইতে ইহার নিষিদ্ধতা প্রমাণিত হইয়াছে তখন উহার মুকাবিলায় কোন তাবেয়ী বা কোন সাহাবীর আমলই প্রমাণযোগ্য নহে। দেওবন্দের আলেম-কুল-শিরোমণি মওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী তাঁহার "আল আরফুশ শাযী" গ্রন্থে বহুবার একথার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন:

الواجب علينا جواب المرفوعات لا الموقوفات والآثار •

"আমাদের উপর কর্তব্য হইতেছে আমাদের মসআলা মরফূ হাদীসের খেলাফ হইলে উহার জওয়াব ও কৈফিয়ত প্রদান করা, সাহাবী বা তাবেয়ীর আমল বা কথার জওয়াব যরুরী নয়।"

যখনই কোন সাহাবী ও তাবেয়ীর কোন আমল বা কথা হানাফী মযহবের বিপরীত পাওয়া গিয়াছে তখনই তিনি এইরূপ উত্তর দিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন।

হানাফী মযহবের বিখ্যাত ফিকহের কেতাব 'মাতালিবুল মুমেনীন' ও অপর একটি প্রসিদ্ধ ফিকহ গ্রন্থ 'বাদায়ে'অ' এ বলা হইয়াছে:

اذا دخل المسجد للصلوة وقد اخذ المؤذن في الاقامة يكره التطوع سواء كان ركعتى الفجر او غيرهما لانه يتهم بانه لايرى صلوة الجماعة وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يقفن مواقف التهم •

"কেহ যদি নামাযের এমন সময়ে মসজিদে প্রবেশ করে যখন মুয়াযযিন ইকামত আরম্ভ করিয়াছে তাহা হইলে তাহার জন্য সেই অবস্থায় যে কোন নফল পড়া মকরূহ হইবে। ফজরের দুই রাক্আত সুন্নতই হউক কিংবা অন্য কোন নফলই হউক। যেহেতু ইহাতে সে অপবাদে পড়িবে যে, সে জামা'আতকে ওয়াজেব মনে করে না। অথচ রসুলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকাল দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন যেখানে 'অপবাদের আশংকা আছে সেখানে কদাচ না দাঁড়ায়।" [মাতালিবুল মু'মনীন ৩২০ পৃঃ]

আশবাহ নামক ফিক্‌হের শরাহ হামাবীতেও (১২৯ পৃঃ) অনুরূপ উক্তি করা হইয়াছে। সুতরাং ইকামতের পর ফজরের কিম্বা অন্য কোন সুন্নতই পড়া চলিবে না। ফজরের পর উহা আদায় করিতে হইবে।

জামে তিরমিযীতে নিম্নোক্ত শিরোনামে একটি পরিচ্ছেদ রচনা করা হইয়াছে।

باب فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر يصليها بعد صلوة الصبح •

"যাহার (জামাআ'তে শামিল হওয়ার দরুণ) ফজরের পূর্বেকার সুন্নত ফওত হইয়া গিয়াছে সে ব্যক্তি ফরয বাদ উহা পড়িয়া লইবে—অধ্যায়।" এই অধ্যায়ে কায়স বিন আমর আনসারী নামক সাহাবী এই মর্মে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি যখন মসজিদে উপস্থিত হইলেন তখন রসুলুল্লাহ সঃ হুজরা হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। ফজরের নামাযের ইকামত শুরু হইয়া গেল, তিনি রসুলুল্লাহ্ সঃ র সহিত ফরয নামাযে শরীক হইয়া গেলেন এবং জামা'আত শেষে ফজরের পূর্বেকার দুই রাক্'আত সুন্নত পড়িয়া লইলেন। তাহার নামায পড়ার শেষে রসুলুল্লাহ্ সঃ মসজিদ হইতে বাহির হইবার সময় তাহার পার্শ্ব দিয়া যাইতেই জিজ্ঞাসা করিলেন:

أصلوتان معا؟ فقلت يارسول الله اني لم اكن ركعت ركعتى الفجر قال فلا اذا •

"কী, দুই নামায এক সঙ্গে? আমি বলিলাম হে আমার রসুল সঃ! আমি ফজরের পূর্বের দুই

www.ahlehadeethbd.org

রাক্'আত সুন্নত পড়িতে পারি নাই, (তাহাই এখন পড়িলাম।) তখন রসূলুল্লাহ সঃ বলিলেন, তবে ইহাতে কোন দোষ নাই।" উক্ত হাদীস আবু দাউদেও একই সনদে বর্ণিত হইয়াছে। মসনদে আহমদ (৫) ৪৪৭ পৃষ্ঠায় অতিরিক্ত বর্ণিত হইয়াছে:

فسكت النبى صلي الله عليه وسلم ومضى ولم يقل شيئا •

'ইহাতে কোন দোষ নাই বলিয়া চুপ রহিলেন (আর কোন কথা বলিলেন না) এবং তিনি মসজিদ হইতে চলিয়া গেলেন।'

এই প্রসঙ্গে আর একটি হাদীস উল্লেখ করা প্রয়োজন যাহা চারিজন সাহাবী, যথা:—হযরত ইব্‌ন আব্বাস, আবু হুরায়রা, আবু সাঈদ খুদরী এবং আমর বিন আব্বাস হইতে সহীহ বুখারী ও মুসলিম এবং অন্যান্য সুননের কিতাবে বর্ণিত হইয়াছে। হাদিসটি এই যে, রসূলুল্লাহ সঃ ফজর বাদ সূর্যোদয় পর্যন্ত এবং আসর বাদ সূর্যাস্ত পর্যন্ত নফল নামায পড়িতে নিষেধ করিয়াছেন। বাহ্য দৃষ্টিতে ফজরের ফরযের পর ছুটিয়া যাওয়া সুন্নত পড়ার পূর্বোল্লেখিত হাদীসের অনুমতি এবং এই হাদীসের নিষিদ্ধতার মধ্যে বৈপরীত্য পরিদৃষ্ট হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে উভয় হাদীসের মধ্যে কোন প্রকার বৈপরীত্ব নাই। পূর্বোক্ত হাদীসগুলিতে নূতন কোন সুন্নাত বা নফল আরম্ভ করার অনুমতি নাই। ইহাতে কেবল ফজরের পূর্বেকার ফওত নামায পড়ার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। এ সম্পর্কে ইমাম খাত্তাবীর মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন:

فيه بيان لمن فاتته الركعتان قبل الفجر ان يصليهما بعدها قبل طلوع الشمس وان النهي بعد الصبح حتي تطلع الشمس انما هو ينطوع الانسان ابتدا وانشا دون ما كان له تعلق بسبب انتهى بلفظه •

(ইহাতে কয়সের হাদীসে) একথা প্রমাণিত হইতেছে যে, ফজরের পূর্বের দুই রাক্'আত সুন্নত যাহার ছুটিয়া গিয়াছে তাহার জন্য ফরয নামাযের পর সূর্যোদয়ের পূর্বে উহা পড়িয়া লওয়া জায়িয হইবে এবং ফজর বাদ সূর্যোদয় পর্যন্ত নামায পড়ার নিষেধ মূলক হাদীসের অর্থ এই যে, নূতন ভাবে কোন সুন্নত আরম্ভ করা যাইবে না। যে নামাযের—পূর্বে আদায়কৃত নামাযের সহিত কোন সম্বন্ধ আছে সেই নামায পড়া নিষেধ নয়।"—মা'আলিমুস সুনান (১), ২৭৫ পৃঃ।

আল্লামা আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী 'আশ'আতুল্লামআত' গ্রন্থে বলিয়াছেন:

پس ازیں حدیث معلوم شد که اگر سنت فجر پیش از فرض گذارده نشود، بعد ازوی باید که قضاء کرد وهمیں ست مذهب امام شافعی ومحمد رح •

"ফজরের ফরযের পূর্বেকার সুন্নত যাহার পড়া হয় নাই তাহার উহা ফরয বাদ আদায় করা উচিত, ইহাই ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম মোহাম্মদের মযহব।" (১), ৩৮৯ পৃঃ।

এই হাদীসটি তিরমিযী, আবু দাউদ ও মুসনদ আহমদে মুরসলরূপে বর্ণিত হইয়াছে। আর মুসতাদরকে হাকিম (১), ২৭৫ পৃষ্ঠায় মুত্তাসিল এবং সহীহ সনদের সহিত বর্ণিত হইয়াছে। হাফিয যহবী তদীয় তলখীসে ইহার সনদ সহীহ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। হাফিয ইব্‌ন হজর রহঃ তদীয় ইসাবা গ্রন্থে বলিয়াছেন:

وقد اخرجه ابن منده من طريق اسد بن موسي عن الليث عن يحى من ابيه عن جده موصولا •

"ইমাম ইবন মানদাহ ইহা মওসুল (অবিচ্ছিন্ন) সনদে বর্ণনা করিয়াছেন, ইবনে মানদাহ আসাদ ইব্‌নে মূসা হইতে, তিনি লাইস হইতে, তিনি

www.ahlehadeethbd.org

ইয়াহইয়া হইতে, তিনি তদীয় পিতা হইতে তিনি তাঁর পিতামহ হইতে অবিচ্ছিন্ন সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। ইবন মানদার কিতাব আমাদের যুগে না পাওয়া গেলেও মুসতাদরক হাকিমে উহা হুবহু একই সনদে পাওয়া যাইতেছে।

মুসতাদরকের সনদ নিম্নে উল্লেখিত হইল :

حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا اسد بن ... ثنا ... بن سعد عن يحى بن سعيد ... عن جده ... قيس صحابي والطريق اليه صحيح على شرطهما •

ইমাম বুখারী (রহ:) [এই হাদীসের অবিচ্ছিন্ন সূত্রের সমর্থনে বলিয়াছেন :

قيس بن عمرو جد يحيى بن سعيد الانصارى له صحبة وقال بعضهم قيس بن فهد ولم يثبت •

তারীখুল কবীর (৪) ১৪২ পৃ:]

আলহামদুলিল্লাহ, উক্ত হাদীস সহীহ সনদের সহিত রসূলুল্লাহ স: হইতে প্রমাণিত হইল এবং ইহাও অস্বীকার করার উপায় নাই যে, সাহাবা ও তাবেয়ীনের মধ্যে অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিই ইহার উপর আমল করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া হযরত আতা ইব্‌ন আবী রিবাহ (ইমাম আবূ হানীফার উস্তাদ) উক্ত মসআলার সমর্থন করিতেন। পঞ্চম শতকে স্পেনের খ্যাতনামা ইমাম—আবূ মুহাম্মদ ইব্‌ন হজম ইহার সমর্থক ও আমলকারী অনেক তাবেয়ী ও ফোকাহার নাম তদীয় 'মুহাল্লা' নামক কেতাবে বর্ণনা করিয়াছেন। হানাফী মযহাবের অন্যতম দিকপাল আল্লামা নসফী হানাফী তদীয় 'মুসাফ্‌ফা নামক কেতাবে এইরূপ অবস্থায় সুন্নত একদম ছাড়িয়া দেওয়া অপেক্ষা ফরযের পর সূর্যোদয়ের পূর্বে পড়াই উত্তম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আল্লামা ইবনুল ফরুখ হানাফী মক্কীও উক্ত অভিমত সমর্থন করিয়াছেন।—(কাউলুস সদীদ)

হানাফী ফিক্‌হের আরও বহু প্রসিদ্ধ কিতাবে অনুরূপ অভিমত প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু আপাততঃ ইহাই যথেষ্ট।

—আবু মুহাম্মদ আলীমুদ্দীন

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সাময়িক প্রসঙ্গ

بسم الله الرحمن الرحيم

সাম্প্রতিক যুদ্ধের অবদান

পাকিস্তানী মুসলিমেরা সুখে সচ্ছন্দে, নিরাপদে, চরম শান্তিতে নিশ্চিন্ত মনে বাস করতে করতে তাদের অনেকেই আল্লাহ তা'আলাকে প্রায় ভুলেই গিয়েছিলো এবং নানা প্রকার শরী'আত-গর্হিত কাজ পরম পরিতোষের সাথে করে চলেছিল। তাদের কেহ কেহ মদে, জুয়ায় এবং কিশোরীদের নাচে ও বাজনায় এমন মত্ত হয়ে উঠেছিল যে, মনে হতো যেন এ সব কাজ করতে নিষেধ নেই। তাই খাঁটি ইসলাম-পন্থী লোকদের অন্তর উক্ত সমাজের এই ইসলাম-বিরোধী চাল-চলন ও মনোভাব দেখে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তাদের করবার কিছুই ছিল না। কারণ তারা যে আধুনিক নয়। তারা যে আধুনিকদের মতে তের শত বছরের বস্তা-পচা পণ্যের বাহক ও ধারক মোল্লা মুন্সী নামে অভিহিত! সমাজের আধুনিকদের নিকট অবহেলিত! অবশেষে আধুনিকদের আচরণ ও মনোভাবের অভিশাপ স্বরূপ, দেখা দিল সাম্প্রতিক হিন্দুস্তান পাকিস্তান যুদ্ধ। তখন জুয়ার প্রধান আখাড়া ঢাকার ঘোড় দৌড়ের মাঠে যে ঘোরদৌড়ের মাধ্যমে প্রতি মাসে লাখ লাখ টাকার জুয়ার কারবার হতো সেই জুয়া খেলা বন্ধ করা হলো আর মৌলভী, মওলানা, মোল্লা মুন্সীদেরে বলা হলো যুদ্ধ জয়ের জন্য আল্লার দরবারে দু'আ করতে। অবস্থা দেখে মনে হল, দু'আ কবুল হওয়া যেন মাসীর হাতের মোয়া— চাইলেই পাওয়া যায়। বস্তুতঃ দু'আ করলেই তা কবুল হয় না। দু'আ কবুল হওয়া বহু শর্ত সাপেক্ষ। কয়েকটি শর্ত হচ্ছে এই:—

খাদ্য, পানীয়, কাপড়-চোপড় অবশ্যই হালাল হ'তে হবে; আর তা হালাল উপায়ে অর্জিত হ'তে হবে নবী সঃ বলেন, হারাম বস্তু যার খাদ্য পানীয় ও পোষাক এবং হারাম উপায়ে যে ব্যক্তি এই সব আহরণ ক'রে থাকে তার দু'আ কিছুতেই কবুল হয় না। (মুসলিম ও তিরমিযী)

নবী সঃ আরও বলেছেন, অধিকাংশ মুসলিম যখন শরী'আত গর্হিত কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে তখন তাদের নেককার বুযুর্গ লোকদের দু'আও কবুল হয় না এবং মুসলিমদের উপর তখন আল্লার আযাব এসেই পড়ে।

বড়ই পরিতাপের বিষয় সাম্প্রতিক যুদ্ধটি সাময়িক ভাবে স্থগিত থাকা অবস্থাতেই আবার ঢাকার ঘোড় দৌড়ের মাঠের জুয়ার আখাড়া সরগরম হয়ে উঠেছে। আবার কিশোরীদের নাচে বাজনায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান মেতে উঠেছে। হায়! এ সমাজের পরিত্রাণ কোথায়!

আমরা শুনে থাকি যে, ধর্ম সংক্রান্ত ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শ দানের জন্য ইসলামী উপদেষ্টা কাউন্সিল নামে সরকারের নিয়োজিত একটি সংস্থা রয়েছে। ঘোড় দৌড়ের জুয়া ও কিশোরীদের নৃত্য মজলিস অনুষ্ঠানের বৈধতা সম্পর্কে সরকার উক্ত সংস্থার মতামত গ্রহণ করেছেন কি?

ইসলামী আদব কায়দা—শালীনতা

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'মুশরিকেরা আল্লাহ ছাড়া আর যাদেরে আহবান করে থাকে তাদেরে তোমরা

www.ahlehadeethbd.org

গালি-মন্দ দিও না। কারণ, তা হলে তারা অজ্ঞতাবশতঃ আক্রোশভরে আল্লাকে গালি-মন্দ দিতে পারে।”—সূরা আল্-আন্‌আম, ১০৭।

এই আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে ইহাই বুঝা যায় যে, কাফির মুশরিকরা যাদেরে সম্মানের চোখে দেখে থাকে তাদেরে গালি মন্দ দিতে নাই বা তাদের সম্পর্কে অবমাননাজনক আচরণ করতে নাই। কারণ তার ফল এই দাঁড়াবে যে, মুশরিকেরাও মুমিন মুসলিমদের সম্মানিত লোকদেরে গালি মন্দ এবং তাঁদের সম্পর্কে অবমাননাজনক আচরণ করবে। এরূপ ক্ষেত্রে মুমিন মুসলিমগণ তাঁদের সম্মানিত ব্যক্তিদের গালি মন্দ খাওয়ার কারণ হ'য়ে থাকে বলে প্রকৃতপ্রস্তাবে তারাই নিজেদের সম্মানিত ব্যক্তিদেরে গালি দিয়ে থাকে।

এই মর্মে একটি হাদীস বলি—

একদা নবী সঃ বলেন, “নিজ পিতামাতাকে লা'নাত করা সর্বাধিক গুরু কাবীরা গুণাহগুলির অন্তর্ভুক্ত”। সাহাবীদের কেহ বললেন, “আল্লার রসূল, মানুষ নিজের পিতামাতাকে আবার কী ভাবে লা'নত করতে পারে?” নবী সঃ বললেন, “কোন লোক অপর কারও পিতাকে গালি দিলে অপর লোকটি তার পিতাকে গালি দেয়। কোন লোক অপর কারও মাতাকে গালি দিলে সেও এর মাতাকে গালি দেয় [এই ভাবে মানুষ নিজ পিতমাতাকে গালি দিয়া থাকে।]” বুখারী ৮৮৩ পৃঃ তিরমিযী, সদ্ব্যবহার অধ্যায়।

বর্তমানে হিন্দুস্থানের কুৎসা রটনা করতে গিয়ে কোন কোন সংবাদপত্রকে এবং কোন কোন প্রতিষ্ঠানকে ইসলামী এই শালীনতা সংস্কৃতি কৃষ্টি, তমদ্দুন ও তাহযীবের অবমাননা করতে দেখা যাচ্ছে। হিন্দুস্তানীরা নিজ রাষ্ট্রে যা খুশী তাই করুক বা যা খুশী তাই বলুক, কিন্তু তাই বলে আমরা মুসলিম সুরুচির সাধক, ধারক ও বাহক—আমাদের পক্ষে কুরুচির পরিচয় দেয়া কোন ক্রমেই সঙ্গত ও সমর্থনযোগ্য হ'তে পারে না। অপরের সত্য ও প্রকৃত দোষ বর্ণনায় কোন দোষ নাও হতে পারে কিন্তু অপরের সম্বন্ধে অশ্লীল ও অরুচিকর মন্তব্য ও ব্যবহার ইসলামী কৃষ্টির তথা মানবতার পরিপন্থী। অধিকন্তু অযথা গাল-মন্দ দিয়ে কোন লাভও হয় না। লাভের মধ্যে লাভ হয় এই যে, শরীফ লোকদের নিকটে সে বদ তহযীব বলে পরিচিত হয়।

কাজেই পাকিস্তানী ভাইদের নিকট অনুরোধ, তাঁরা ইসলামী সভ্যতাকে নিজের আদর্শরূপে অব্যাহত রাখবার উদ্দেশ্যে নিজ নিজ জিহ্বা ও লেখনীকে ইসলামী শালীনতার গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ও সংযত ক'রে রাখবেন। পরিশেষে, একটি হাদীস বলে এ আলোচনা সমাপ্ত করছি।

রসূলুল্লাহ স' বলেছেন, ‘চারটি অভ্যাস যার মধ্যে থাকে সে পুরা মুনাফিক; আর ঐ চারটির একটি যার মধ্যে থাকে সে যে পর্যন্ত তা পরিত্যাগ না করে সে পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফিকীর একটি অংশ বিদ্যমান থাকে। অভ্যাসগুলি এই:

(এক) যখন তাহার কাছে কিছু আমানত রাখা হয় সে উহাতে খিয়ানত করে। (দুই) যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে। (তিন) যখন কোন চুক্তি করে উহা ভঙ্গ করে (চার) যখন সে বাদানুবাদ করে গালাগালি করে।

হিন্দুস্তানী হামলার স্বরূপ

ঘরে যখন খাবারও না থাকে, খাবার কিনবার টাকা পয়সাও না থাকে আর বাড়ীর সকলে খাবারের জন্য বিলবিল আরম্ভ করে দেয় তখন গৃহ-কর্তার মাথা ঠিক থাকে না—ঠিক থাকতে পারে না। তখন গৃহকর্তা হয় ভিক্ষের জন্য বের হয়, আর না হয় চুরি করে হউক, ডাকাতি করে হউক, কারো মথোয় লাঠি মেরে হউক যে কোন অসৎ উপায়ে খাদ্য জোগাড় ক'রে থাকে। আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রেরও ঠিক সেই দশাই হয়েছে। রাষ্ট্রের লোকেরা যখন ‘হা অন্ন’ ‘হা অন্ন’ রব তুলে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুলতে লাগল তখন রাষ্ট্র বিষম মুশকিলে পড়ল। খাদ্য কিনে খাবার টাকাও রাষ্ট্রের নাই—আর ভিক্ষে করতে যেতেও রাষ্ট্রের লজ্জা হয়—আবার ভিক্ষা চেলেও যে ভিক্ষা পাওয়া যাবে তারও কোন আশা ভরসা নেই। কাজেই প্রতিবেশী রাষ্ট্র পিতৃ পুরুষদের চিরাচরিত সনাতন পন্থা—

www.ahlehadeethbd.org

লুঠ-তরাজেরই আশ্রয় গ্রহণ করল। তারা দেখল পাকিস্তানে অফুরন্ত খাদ্য শস্য গুদামে গুদামে বোঝাই হ'য়ে রয়েছে সে গুলো কেড়ে-কুড়ে লুটেপুটে আনতে পারলে এক ঢিলে দুই পাখী শিকার হ'য়ে যাবে। এক দিকে পাকিস্তানীরা না খেতে পেয়ে হিন্দুস্তানের পদতলে সটান হয়ে পড়বে—পাকিস্তানিদের সকল আস্ফালন নিমেষে বন্ধ হ'য়ে যাবে। অপর দিকে হিন্দুস্তানীরা লুণ্ঠন-লব্ধ খাদ্য খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হয়ে পাকিস্তানকে ধ্বংস ক'রে ফেল্‌বে। এই ছিল প্রতিবেশী রাষ্ট্রের হামলার গোড়ার কথা। হিন্দুস্তান সত্যই বলছে, তারা পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে লড়তে যায় নি। তবে তারা কি করতে গিয়েছিল? তারা গিয়েছিল পাকিস্তানের খাদ্য-সম্ভার, টাকা-পয়সা, সোনা-রূপা চুরি করতে ও লুঠ করতে। আর এই লুঠ তরাজের জন্য ডাকাত দলের কিছু আগ্নেয়াস্ত্র সঙ্গে রাখতে হয় বলে তাঁরা কিছু আগ্নেয়াস্ত্রও সঙ্গে নিয়েছিল। তারপর জাত দস্যুরা জানে যে, দস্যুবৃত্তি রাত্রিতে পরিচালনা করাই অধিকতর উপযোগী, তাই তারা রাত্রিকেই বেছে নিয়েছিল তাদের এই ন্যায় (?) ও পবিত্র (?) অভিযানের জন্য।

আবার দস্যুরা যেমন শিশু, বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোক সকলকেই নির্বিচারে হত্যা করে থাকে এরাও তেমনি বেসামরিক নিরীহ অধিবাসীদেরে নৃশংসভাবে হত্যাও করেছে। ফল কথা, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের হামলাকে যে দিক থেকেই দেখা যাক, কোন দিক থেকেই একে যুদ্ধের পর্যায়ে ফেলা চলবে না—এটা নিশ্চিতভাবেই পড়বে ডাকাতির আওতায়। তাই প্রতিবেশী রাষ্ট্রপ্রধান উচ্চ স্বরে বারংবার ঘোষণা করছেন, "আমরা যুদ্ধ করতে যাই নি। কাজেই আমরা জাতি সংঘের [illegible] খরচা দিতে বাধ্য নই।" প্রতিবেশী [illegible] ঠিকই বলেছেন। বাস্তবিকই তারা যদি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেই আসতো তা হ'লে তো তারা আগে যুদ্ধের কথা ঘোষণা করতেন। তাঁরা যখন যুদ্ধের কথা ঘোষণা না করেই হামলা ক'রে বসেছে তখন একে তো 'যুদ্ধ' বলা যেতে পারে না। দস্যু বদমাইসেরা সব সময়েই কুযুক্তিতে পঞ্চমুখ হ'য়ে থাকে। এ হেন অবস্থায় প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রধানদের বিচার নরহত্যা, দস্যুতা ও ডাকাতি ধারা অনুযায়ী হওয়াই সঙ্গত। জাতিসংঘ এই বিশেষ দিকটির প্রতি দৃষ্টি দেবেন কি?

সমাপ্ত

www.ahlehadeethbd.org